

LECTURE CONTENT



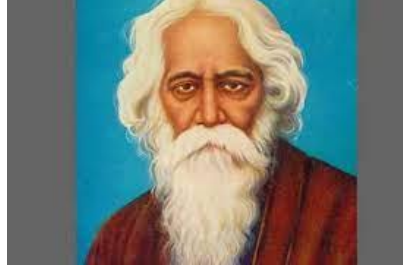
- ✓ বাংলা সাহিত্য : আধুনিক যুগ- ২য় ভাগ
- ✓ বিগত বিসিএস প্রশ্ন
- ✓ গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাব্য প্রশ্ন

- ✓ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- ✓ বেগম রোকেয়া
- ✓ কাজী নজরুল ইসলাম
- ✓ জসীমউদ্দিন
- ✓ ফররুখ আহমদ
- ✓ সাম্প্রতিক সাহিত্য
 - বাংলাদেশের কবিতা
 - বাংলাদেশের উপন্যাস
 - বাংলাদেশের ছোটগল্প
 - বাংলাদেশের নাটক



CONTENT Discussion

আধুনিক যুগ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিগত BCS প্রশ্নাবলী

- | | |
|---|------------|
| ০১) 'পোস্টমাস্টার' গল্পে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনটি কী? | (৩৭তম BCS) |
| ০২) রবীন্দ্র-ছোটগল্পভুক্ত তিনটি নারী চরিত্রের পরিচয় দিন। | (৩৫তম BCS) |
| ০৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চারটি নাটকের নাম লিখুন। | (৩৪তম BCS) |
| ০৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত তিনটি ছোটগল্পের নাম লিখুন। | (৩৩তম BCS) |
| ০৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত তিনটি কাব্যনাট্যের নাম উল্লেখ করুন। | (৩১তম BCS) |
| ০৬) 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নারী-ব্যক্তিত্ব' শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন। | (২৯তম BCS) |
| ০৭) রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? | (২৮তম BCS) |
| ০৮) রবীন্দ্রনাথ কত সালে কোন গ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন? | (২৭তম BCS) |
| ০৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাঁচটি ছোটগল্পের নাম লিখুন। | (২৪তম BCS) |
| ১০) রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' কোন ধরনের গ্রন্থ? | (২৪তম BCS) |
| ১১) রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ কাব্যের নাম কি? | (২৩তম BCS) |
| ১২) রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থের নাম কি? | (২১তম BCS) |
| ১৩) রবীন্দ্রনাথের প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস কোনটি? ক) গোরা, খ) মুকুট, গ) বৌ-ঠাকুরাণীর হাট। | (২০তম BCS) |
| ১৪) শেষের কবিতার তিনটি পঙ্ক্তি লিখুন। | (১৮তম BCS) |
| ১৫) ভানুসিংহ কার ছদ্মনাম? এই ছদ্মনামে কোন গ্রন্থটি রচিত হয়? | (১৭তম BCS) |
| ১৬) রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যের প্রথম প্রকাশ কোন সালে? | (১০তম BCS) |



আলোচ্য বিষয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

- ০১) রবীন্দ্রনাথের ‘মানসী’-পূর্ববর্তী তিনটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন।
- ০২) রবীন্দ্রনাথের শেষ দিককার তিনটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন।
- ০৩) ‘বলাকা’ কাব্যগ্রন্থের তিনটি কবিতার নাম লিখুন।
- ০৪) বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস কোনটি? চরিত্রগুলো কী কী?
- ০৫) “গোরাকে” মহাকাব্যিক উপন্যাস বলা হয় কেন?
- ০৬) ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসের প্রধান প্রধান চরিত্রের নাম লিখুন।
- ০৭) রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক উপন্যাসের পরিচয় দিন।
- ০৮) রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোটগল্পের নারী-চরিত্রের নাম লিখুন।
- ০৯) রবীন্দ্রনাথের তিনটি রূপক-সাংকেতিক নাটকের নাম লিখুন।

STUDENT



STUDY

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ - ১৯৪১)

কাব্যগছ

কবিকাহিনি (১৮৭৮), বনফুল (১৮৮০), সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৮৮২), প্রভাতসঙ্গীত (১৮৮৩), কড়ি ও কোমল (১৮৮৬), মানসী (১৮৯০), সোনার তরী (১৮৯৪), চিত্রা (১৮৯৬), কল্পনা (১৯০০), ক্ষণিকা (১৯০০), গীতাঞ্জলি (১৯১০), চৈতালি (১৯১২), বলাকা (১৯১৫), পূরবী (১৯২৫), পুনশ্চ (১৯৩৬), প্রান্তিক (১৯৩৮), জুঁসেতি (১৯৩৮), নবজাতক (১৯৪০), সানাই (১৯৪০), রোগশয্যায় (১৯৪১), আরোগ্য (১৯৪১), জন্মদিনে (১৯৪১), শেষলেখা (১৯৪১)।

সন্ধ্যাসঙ্গীত

‘সন্ধ্যাসঙ্গীত’ থেকে রবীন্দ্রকাব্যসাধনার প্রথম পর্বের সূত্রপাত এবং ‘প্রভাতসঙ্গীত’, ‘ছবি ও গান’, ‘কড়ি ও কোমল’- এই কয়টি কাব্যের মাধ্যমে তা বিকাশ লাভ করে। প্রাথমিক কাব্যসাধনার অনিশ্চয়তা, অস্পষ্টতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য এই পর্বের কাব্যের মধ্যে প্রকাশমান। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, “সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়। সে উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু আমারই বটে।” এ সময়টাই অপরিণতির অঙ্কুর অবস্থা থেকে কবির প্রতিভা শতদলের প্রথম উন্মেষকাল। ‘সন্ধ্যাসঙ্গীতে গোখুরির বিষাদ’, ‘প্রভাতসঙ্গীতে নবজাগরণের আনন্দকাকলি’, ‘ছবি ও গানে গভীর অনুভূতির সঙ্গে রং ও সুরের খেলা এবং ‘কড়ি ও কোমলে’ প্রধানত রূপবিশ্রলতার মধ্য দিয়ে সূক্ষ্মতর অনুভূতির উন্মেষ কবিমানসের অগ্রগতির স্তরগুলো সূচিত করে। প্রভাত-সঙ্গীতের “নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ” কবিতাটিতে কবি-প্রতিভার প্রথম নিদ্রাভঙ্গ। যেমন :

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের ‘পর’,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাতপাখির গান!
না জানি কেন রে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।

কড়ি ও কোমল

‘কড়ি ও কোমল’ কাব্যে জগৎ ও জীবনের প্রতি কবি নিবিড় আকর্ষণের পরিচয় দিলেন -কিরন

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

মানসী

‘মানসী’ কাব্যগ্রন্থ থেকে দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত। সোনার তরী’, ‘চিত্রা’, ‘চৈতালি’, ‘কল্পনা’, ‘ক্ষণিকা’ প্রভৃতি কাব্য অবলম্বনে এই পর্বের বিকাশ। রবীন্দ্রনাথের নিঃসন্দেহ স্বরূপবিকাশই এই পর্যায়ের বিশেষত্ব। কবির মনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে এই পর্যায়ে কবিহৃদয়ের রোমান্টিক কল্পনা ও বিশিষ্ট জীবনদর্শন, বিশ্বসত্তার সঙ্গে মিলনাকৃতি, জীবনদেবতার লীলাচেতন, প্রেমভাবনার অতীন্দ্রিয়তার উন্ময়ন প্রভৃতি বহু বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছে। এই পর্বে কবিমনের বিভ্রান্তি বিদূরিত হয়েছে; কবি জগৎ ও জীবনের প্রতি আত্মিক আকর্ষণ উপলব্ধি করেছেন। ‘মানসী’ প্রেমের কাব্য। রবীন্দ্রনাথের দেহাতীত প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় ‘মানসী’ কাব্যে।

সোনার তরী

‘সোনার তরী’র কবিতায় অসীম অভিসারী মগ্নচেতন কবিমনের উন্মোচন- আকাজক্ষাই রসরূপ লাভ করেছে। সোনার তরীই কবির প্রথম কাব্য যেখানে একটিমাত্র সামগ্রিক কবি-মনোবাক্য সংহত অখণ্ড ধারায় অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

‘সোনার তরী’ কাব্যের ‘বসুন্ধরা কবিতায় জগতের সৌন্দর্যপিপাসু কবিমানসের পরিচয় প্রকাশ করে কবি জানিয়েছেন-

ইচ্ছা করে, বার বার মিটাইতে সাধ
পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হতে
আনন্দমদিরা ধারা নব নব স্রোতে।

চিত্রা

‘চিত্রা’য় জীবনদেবতার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ কবিহৃদয়ের বিচিত্র পরিচয় দান করেছেন। ‘কল্পনা’ কাব্যে কবি অতীতের সৌন্দর্যপ্রীতি ও মানসিক দ্বন্দ্বের পরিচয় এবং ‘ক্ষণিকা’য় শেষবারের মতো জীবনের তুচ্ছ দিকের প্রতি আকর্ষণ দেখিয়েছেন।

বলাকা

‘বলাকা’, ‘পূরবী’, ‘মহুয়া’, প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে চতুর্থ পর্ব বিকাশ পেয়েছে। কবির নতুন জীবনদর্শনের পরিচায়ক এই কাব্যগ্রন্থগুলোর মাধ্যমে জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ের উচ্ছলতা অতিবাহিত হয়ে পরিণত বয়সের স্তৈর্য ফুটে উঠেছে। ‘বলাকা’ কাব্যে কবি প্রথম মহাযুদ্ধের ভাবালোড়ন, এর জীবন-সমীক্ষার নতুন প্রেরণা, এই ঝঞ্ঝাবিস্ক্রুদ্ধ পরিবেশে মানবমনের দুরূহতর প্রয়াস ও আদর্শনিষ্ঠার কথা গভীরভাবে অনুভব করেছেন এবং তাঁর ছন্দরীতির পরিবর্তনে এই ভাবান্তর প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এ কাব্যে কবি গতিবাদের কথা ব্যক্ত করেছেন। কবি উপলব্ধি করেছেন, সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিরন্তর পরিবর্তনের স্রোত বয়ে চলেছে। এই গতিই সৃষ্টির মর্মবাণী। “বলাকা” কবিতায় হংসবলাকার পাখার চাঞ্চল্যে সে বাণী রূপায়িত হয়েছে-

মনে হল, এ পাখার বাণী
কাজ শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।

মহুয়া

‘মহুয়া’ কাব্যটি রচিত হয়েছিল বিয়ে উপলক্ষে উপহার দেওয়ার বিশেষ উদ্দেশ্যে। কি। এতে সে উদ্দেশ্য ছাড়িয়ে কবির প্রেমানুভূতির স্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে। ‘মহুয়ার প্রেম দেহমনের উর্ধ্ব স্তরের এবং মানবজীবনে তার মাহাত্ম্য ইঙ্গিতময় হয়ে উঠেছে। তবে কোথাও কোথাও রক্তমাংসের নরনারীর হৃদয়ের উষ্ণ তাপও অনুভব করা যায়।

পুনশ্চ

পঞ্চম পর্ব কবির গদ্যছন্দে রচিত কাব্যগুলোর সমন্বয়ে গঠিত। কবি এই পর্যায়ে তাঁর চিরাচরিত পছন্দ অনুসরণ না করে কাব্যে একটি নতুন পথের অভিযাত্রী হলেন। কাব্যের অন্ত্যমিলের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করে গদ্যছন্দে কবি কাব্য রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিপিকা গদ্যগ্রন্থে এই জাতীয় নতুন ছন্দের পরীক্ষাকার্য চালিয়েছিলেন এবং পরবর্তী কাব্য ‘পুনশ্চ’, ‘শেষ সপ্তক’, ‘পত্রপুট’ ও ‘শ্যামলী’- এই চারটি গ্রন্থ এই ছন্দে রচিত। গদ্যছন্দে রচিত কাব্যগুলোতে ভাষা ও ছন্দের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে-দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন এসেছে। এতদিন কাব্য প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতা থেকে যতখানি দূরে ছিল, এখন তা আর রইল না। ‘পুনশ্চ’ কাব্যের কবিতায় এর সমর্থন মিলে। যেমন-

কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথি করে নিলে,
রাত সেই ছন্দের আপোস হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে-
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।

শেষলেখা

‘শেষলেখা’ রবীন্দ্রনাথের শেষ রচনা। কাব্যটি কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছিল। জীবন-মৃত্যুর স্বরূপ সম্বন্ধে কবির অনুভূতি এ কাব্যে চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছিল। জীবনের সত্যদৃষ্টা ঋষির মতো কবি এখানে হ্রস্ব, কঠিন ও তেজোগর্ভ বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনের সুদীর্ঘ সময় কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর সৃষ্টিসম্ভার ছিল বৈচিত্র্যে ও উৎকর্ষে অনন্য। নানা রূপে, নানা রসে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন। সৃষ্টির নিরন্তর প্রবহমান গতিবেগে কবি নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। জীবন ও জগতের বিচিত্র রূপ তাঁর কাব্যের উপজীব্য হয়েছে। তাঁর কবিত্রিভার বিকাশ ছিল বহুমুখী এবং সৃষ্টিতে ছিল বৈচিত্র্য।

উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথ রচিত উপন্যাসের মোট সংখ্যা বার। সেগুলো হল :

বৌঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩)	রাজর্ষি (১৮৮৭)	চোখের বালি (১৯০৩)
নৌকাডুবি (১৯০৬)	গোরা (১৯১০)	চতুরঙ্গ (১৯১৬)
ঘরে-বাইরে (১৯১৬)।	যোগাযোগ (১৯২৯)	শেষের কবিতা (১৯২৯)
দুই বোন (১৯৩৩)	মালঞ্চ (১৯৩৩)	চার অধ্যায় (১৯৩৪)

রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী উপন্যাসে ঘটনার প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল। ব্যক্তি ও ঘটনার পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় উপন্যাসের গতি ছিল নির্ভরশীল। রবীন্দ্রনাথ প্রথম দুটি উপন্যাসে সে বৈশিষ্ট্যের কিছু অনুসরণ করলেও ‘চোখের বালি’ উপন্যাস থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। চরিত্রসৃষ্টি আর প্রকাশভঙ্গিতে অপরূপ বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল করে যে মনস্তত্ত্বমূলক কথাসাহিত্যের ধারা প্রবর্তন করলেন, সেখানেই রবীন্দ্রনাথ অমর হয়ে আছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের যেখানে শেষ হতে যাচ্ছিল, রবীন্দ্রনাথের সেখানে আরম্ভ, আর শরৎচন্দ্রের সেখান থেকেই অনুসরণ। পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি।

বৌঠাকুরাণীর হাট

বাংলা সার্থক উপন্যাসের সূত্রপাতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইতিহাসের উপকরণের যে সহায়তা অবলম্বন করেছিলেন, তা প্রাথমিক অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর খানিকটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনের উপন্যাস ‘বৌঠাকুরাণীর হাট’ ও ‘রাজর্ষি’ আত্মরক্ষা করতে পারেনি। কিন্তু এগুলো ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শে রচিত হলেও ইতিহাসের বিচিত্র ও বর্ণবহুল শোভাযাত্রা তখনকার এই নবীন উপন্যাসিকের মনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ‘বৌঠাকুরাণীর হাট’ উপন্যাসে রাজা প্রতাপাদিত্যের কাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে অসংখ্য উপকাহিনির সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

রাজর্ষি

‘রাজর্ষি’ উপন্যাসেও গোবিন্দমাণিক্য-রঘুপতির কাহিনির সঙ্গে অজ্ঞাত কাহিনি স্থান পেয়েছে। এই পর্যায়ে ইতিহাসের আলোড়নের মধ্যে শান্তির নিবিড় আনন্দরসে মগ্ন হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করলেও রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিজীবনের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণই মুখ্য কর্ম বলে গ্রহণ করেছেন। তাই এসব ক্ষেত্রে কবিমানসের পরিচয়ই বেশি ফুটে উঠেছে।

চোখের বালি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘চোখের বালি’ উপন্যাস রচনা করে বাংলা উপন্যাসকে নতুন খাতে প্রবাহিত করলেন। ‘চোখের বালি’ রবীন্দ্রনাথের প্রথম শক্তিমান সৃষ্টি। এই উপন্যাসেই তিনি প্রথম উপন্যাসের ক্ষেত্রে সমসাময়িক সমাজের পাত্রপাত্রীকে ব্যবহার করলেন। এই উপন্যাসেই তিনি প্রথম কাহিনির ভার পরিহার করে ব্যক্তিত্বের ফলস্বরূপ নানা সংকটকে উপন্যাসের বিষয় হিসেবে ব্যবহার করলেন। মহেন্দ্রের সঙ্গে বালবিধবা বিনোদিনীর আকর্ষণলীলার প্রকাশের মাধ্যমে ‘চোখের বালি’ উপন্যাসে গতানুগতিকতার বাইরে বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। উপন্যাসটিতে নৈতিক বিচার অপেক্ষা তথ্যানুসন্ধান ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিকেই বেশি দৃষ্টি নিবদ্ধ। এখানে বর্ণিত প্রেম সমাজ বিগর্হিত-কিন্তু তাকে নীতির দ্বারা পরিমাপ করা হয়নি। মানসিক অনুভূতির ক্রমপরিণতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এতে পরিলক্ষিত হয়। বাস্তবতার পরিবেশে নরনারীর মনোভাব বিশ্লেষণই এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। তিনি কুশলী শিল্পীর মতো প্রতিটি নরনারীর প্রতিটি পদক্ষেপের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন।

গোরা

‘গোরা’ উপন্যাসখানি প্রসার ও পরিধির দিক দিয়েই শুধু নয়, বিবিধ বৈশিষ্ট্যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যে অনন্যসাধারণ স্থান অধিকার করে আছে। এর গল্পের সীমারেখায় পাত্রপাত্রীদের পদক্ষেপের তালে তালে বহুবিধ আলোড়ন আর আন্দোলনের বাস্কার বেজে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থে প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক পটভূমিকার মধ্যে আখ্যায়িকার সন্নিবেশ করেছেন। অনাথ আইরিশ যুবক গোরা নিজের প্রকৃত পরিচয় অবগত না হয়ে হিন্দু হিসেবে নিজেকে মনে করে এবং হিন্দুসমাজ রক্ষণে আত্মনিয়োগ করে। তার সামাজিকতা হিন্দুত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত মহাকল্যাণের ওপর নয়। পরে নিজের প্রকৃত পরিচয় অবগত হয়ে মতের পরিবর্তন ঘটালে ভারতবর্ষের সমস্ত জাতি তার আপন হয়ে ওঠে। বাংলাদেশে একটি বিশেষ যুগের সন্ধিক্ষণের ব্যাপক বিক্ষোভ আলোড়ন, দেশাত্মবোধের পরম ফুরণের চাঞ্চল্য, ধর্মবিপ্লবের সমস্ত একাত্মতা ও উদ্দীপনা এই উপন্যাসে স্থান লাভ করেছে। ধর্মের ব্যাপারে সনাতন ও নব্যপন্থী, রক্ষণশীল ও সংস্কারপন্থী- এই উভয়বিধ মনোবৃত্তি এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর কথাবার্তায় পরিস্ফুট।

চতুরঙ্গ

শেষ যুগের উপন্যাসের মধ্যে চতুরঙ্গ এক বিশেষ আঙ্গিকে রচিত। উপন্যাসের অন্তর্নিহিত সমস্যাটি এই ক্ষেত্রে আলোচনায় ভাবগভীরতা পায়নি, পক্ষান্তরে একান্তভাবে লঘু দ্রুতসঞ্চারী চটুলতার রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে। জ্যাঠামশায়, শচীন, দামিনী ও শ্রীবিলাস- এই চারটি চরিত্র চতুরঙ্গ উপন্যাসের ভিত্তি। চতুরঙ্গে নায়কনাড়িকার পরিবর্তনের বাহুল্য বুদ্ধদের ক্ষণিকতা নিয়ে জীবনে রূপায়িত হয়েছে।

ঘরে-বাইরে

‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসে রাজনৈতিক মতবাদের লীলাচাঞ্চল্য ফুটে উঠেছে। রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক- এই দুই বিষয়বলম্বনে ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসটি রচিত। বিমলা, নিখিলেশ, সন্দীপ প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে এর কাহিনির রূপায়ণ ঘটেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলাদেশে জাতীয় উন্মাদনার যে মত্ততা ছিল বিচারদৃষ্টিকে আবিল এবং দ্রুত কল্যাণবুদ্ধিকে বিচলিত করেছিল, তারই বিচার এই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য।

যোগাযোগ

‘যোগাযোগ’ উপন্যাসে ভাবগত ঐক্যের নিবিড়তা পায়নি। কিন্তু হৃদয়ধর্মের সঙ্গে সমাজের সংঘাত ও মানবমনের পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তিগুলোর অশান্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব জীবনে যে নিষ্ঠুর ট্রাজেডির রূপ ফুটে ওঠে, তারই প্রকাশ লক্ষণীয়। উপন্যাসটিতে দাম্পত্য সম্পর্কে বিসদৃশতা দেখান হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক মধুসূদন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও নির্মম শাসন-শৃঙ্খলার প্রয়োগে বড় মানুষ হয়ে এই লৌহকঠিন মনোবৃত্তি দাম্পত্যজীবনের সম্প্রসারিত করতে চেয়েছে। তার স্ত্রী কুমুদিনী স্ত্রীর প্রাপ্য স্বাধীনতা এবং ন্যায্য অধিকারের দাবিতে শেষ পর্যন্ত পতিগৃহ ত্যাগ করেছে। অবশেষে সন্তানসম্ভাবিতা জেনে কুমুদিনী স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তন করে। এই উপন্যাসে সন্তানস্নেহ আত্মসম্মানবোধকে অভিভূত করেছে।

শেষের কবিতা

রবীন্দ্রজীবনের শেষ পর্যায়ে উপন্যাস ‘শেষের কবিতা’, ‘মালঞ্চ’, ‘দুইবোন’ প্রভৃতি প্রধানত গীতিধর্মী উপন্যাস। শেষের কবিতা’ উপন্যাসটি সমন্বয়সুখমা ও কবিত্বমণ্ডিত বিশ্লেষণশক্তির দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী উপন্যাসগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দাবি করতে পারে। বিষয়ের ঐক্য ও আলোচনার সমগ্রতায়, অবাস্তব। বস্তুর প্রায় সম্পূর্ণ বর্জনে অন্যান্য উপন্যাস থেকে ‘শেষের কবিতা’ যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছে। কোনো পুরুষ বা নারীর পক্ষে একসঙ্গে দুই জনকে অবিরোধে ভালোবাসা সম্ভব এবং সে ভালোবাসা এক পাত্রসম্পর্কিত (স্বামী বা স্ত্রী), অপর পাত্র নিঃসম্পর্ক হতে পারে- এটিই ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের আখ্যানবস্তুর ভাববীজ। এখানে লাভণ্য-অমিত রায়-কেতকী-শোভনলালের চরিত্রের মাধ্যমে প্রেমের বিচিত্র বিকাশ দেখানো হয়েছে। শেষের কবিতা’ উপন্যাসের ভাষা যে কেবল কবিত্বময় তা নয়, উপন্যাসের বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করার জন্য অনেক কবিতাও ব্যবহার করা হয়েছে। উপন্যাসের কাঠামোগত এই অভিনবত্ব রবীন্দ্রনাথ সার্থকতার সঙ্গে এ উপন্যাসে রূপাড়িত করে তুলেছেন।

দুই বোন

আনসার হিয়ার ক্ষুদ্রতর উপন্যাস ‘দুই বোন’-এ পুরুষের ওপর মাতৃজাতীয়া ও প্রিয়াজাতীয়া স্ত্রীলোকের প্রভাবের পার্থক্য উপজীব্য। শর্মিলা ও উর্মিমালা- দুই ভগ্নী নারী মাতৃত্ব ও প্রেয়সীত্বের প্রতীকরূপে পরিকল্পিত।

মালঞ্চ

‘মালঞ্চ’ উপন্যাসে মৃত্যুশয্যাশায়িনী নীরজার ঈর্ষাবিকার, প্রতিদ্বন্দ্বিনীর বিরুদ্ধে স্বামীপ্রেম এবং ফুলবাগানের ওপর তার অধিকার অস্বপ্ন রাখার চেষ্টা রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

চার অধ্যায়

‘চার অধ্যায়’ উপন্যাসও ‘ঘরে বাইরে’র মতো রাজনৈতিক আন্দোলনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। স্বদেশী আন্দোলনের অঙ্গীভূত একটি বিশেষ প্রচেষ্টা বিপ্লববাদ এতে আলোচিত হয়েছে। দেশের কাজ যত মহতই হোক না কেন, তাতে যদি মানুষের আত্মপ্রসার বাধাগ্রস্ত হয় এবং আত্মমর্যাদা বিনষ্ট হয় তবে, ব্যক্তিজীবনের পক্ষে তা নিতান্ত অমঙ্গলজনক। মহৎ ব্যক্তিজীবনের মূল্য সবার ওপরে। এটাই ‘চার অধ্যায়’ উপন্যাসের মর্মকথা।

ছোট গল্পের ইতিহাস

রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) বিপুল প্রতিভার যাদুস্পর্শে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা স্বল্প সময়ে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেই বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা সৃষ্টির অপরিমিত আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তিনি সেসব প্রচলিত পথরেখা অবলম্বনে যে সীমাহীন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাতেই বাংলা সাহিত্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সমপর্যায়ে স্থান পেয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথের আগে ছোটগল্পের সূত্রপাত হলেও তাতে উৎকর্ষের নিদর্শন সুস্পষ্ট ছিল না। রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ছোটগল্পকার। বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাতে তাতে একদিকে যেমন সাহিত্যিক বিচারে সর্বপ্রথম সার্থক ছোটগল্পের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শনও সেখানে বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প ‘ভিখারিণী’ ভারতী পত্রিকায় ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এরপর ১৮৮৪-৮৫তে ‘ঘাটের কথা’, ‘রাজপথের কথা’ ও ‘মুকুট’ নামে গল্পগুলো প্রকাশিত হয়। ১৮৯০ সালে ‘হিতবাদী’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘দেনাপাওনা গল্পটিই রবীন্দ্রনাথের তথা বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্প। এরপর তাঁর গল্পরচনার ধারা অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হয়।

ছোটগল্পের সংখ্যা

ছোটগল্প নামে আখ্যায়িত রবীন্দ্রনাথের গল্পের সংখ্যা ‘গল্পগুচ্ছে’র আশিটি। তাছাড়া ‘সে’ নামক গল্পগুচ্ছের চৌদ্দটি অনুচ্ছেদের মধ্যে পাত্র-পাত্রীর ধারাবাহিকতা বর্তমান থাকলেও গল্পের কাহিনীর ধারাবাহিকতা নেই বলে এই চৌদ্দটিকে গল্পের পর্যায়ে স্থান দেওয়া যায়। তিন সঙ্গী গ্রন্থের তিনটি অধ্যায় সম্পর্কেও একই বৈশিষ্ট্যের সমর্থন মিলে। মুকুট গল্পে উপন্যাসের লক্ষণ থাকলেও রবীন্দ্রনাথ একে গল্প বলে অভিহিত করেছেন। আর রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পরিত্যক্ত ‘ভিখারিণী’ গল্পটি গণনায় আনলে সব মিলিয়ে তাঁর গল্প সংখ্যা দাঁড়ায় একশ উনিশে। সাহিত্যিক জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে গল্প রচনায় হস্তক্ষেপ করলেও তার স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল যে-সমস্ত ছোটগল্প, তার সূত্রপাত হয় ১৮৯১ সালে থেকে। কবির বয়স যখন ত্রিশ, তখন তাঁর ওপর জমিদারি তদারকির ভার অর্পিত হয়।

জমিদারি তদারকি ও ছোটগল্প

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার সঙ্গে বাংলাদেশে জমিদারি তদারকির কাজের সম্পর্ক রয়েছে। যখন পৈতৃক জমিদারি তদারকির দায়ভূত আসে তাঁর ওপর, তখন খুশি হওয়া দূরে থাক, তিনি তাকে গণ্য করেন দুর্ভাগ্য এবং প্রায় নির্বাসন হিসেবে। কিন্তু ভাগ্যে শাপে বর হল। পরিবারের বাইরে, আদি সমাজের বাইরে, এমন কি কলকাতার বাইরে এই প্রথম তিনি একটা জগৎ প্রত্যক্ষ করেন, যেখানকার নিসর্গ এবং মানুষ তাঁর এককালের পরিচিত কৃপণ নিসর্গ আর নীরস মানুষ থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। তা দৃষ্টে তাঁর এতদিনের ঢাকনা দেওয়া নজর হঠাৎ ব্যাপ্তি পেল। শিলাইদহের জমিদারিতে, নদীর তীরে তীরে, লোকালয়ের মধ্যে বিচিত্র মানুষের খণ্ড ছিন্ন ক্ষুদ্র সুখদুঃখের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রবেশ করলেন তখন ছোটগল্পের উপাদানের প্রাচুর্য এল তাঁর লেখনীতে। তিনি নিজের জীবনের অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে খুঁজে পেলেন ছোটগল্পের অনিঃশেষ উপাদান।

ছোটগল্পে প্রকৃতি

জমিদারি তদারকি উপলক্ষে কুষ্টিয়া, পাবনা ও রাজশাহীর বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেড়াতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হন। নদীনালা-খালবিল সৃষ্ট এই বিস্তৃত জলভাগ, বর্ষাজলের স্ফীতির উর্ধ্বে অবস্থিত এই অঞ্চলের মায়াময় গ্রামগুলো-সীমাহীন শস্যক্ষেত্রে পরিপূর্ণ এই স্থলভাগপদ্মা যমুনা ব্রহ্মপুত্র আদ্রৈয়ী নাগর বড়াল গৌরী ইছামতী প্রভৃতি নদীবিধৌত এই বিচিত্র ভূখণ্ডের মধ্যে মানবজীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে ছিল। এরই ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয়েছে তাঁর ছোটগল্প। সহজ-সরল গ্রাম্যজীবনের পটভূমিকায় অপূর্ব রূপ ও রসের পরিচয় পাওয়া যায় এই গল্পগুলোর মধ্যে। তাঁর এই সৃষ্টিতে মিলে মানবজীবনের সেই সুখ-দুঃখের ইতিহাস, যা সকল ইতিহাস অতিক্রম করে বরাবর চলে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে পল্লীপার্বণে আপন প্রাত্যহিক সুখদুঃখ নিয়ে। মনগড়া কল্পনার মানুষ নয়- বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তিনি পেয়েছেন এই সমস্ত মানুষের পরিচয়। সে বাস্তব অভিজ্ঞতা মূল উপাদানস্বরূপ গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের লীলাবৈচিত্র্যের রূপটি প্রকাশ করেছেন।

ছোটগল্পের বাস্তব চরিত্র

বাংলাদেশের মানুষ আর প্রকৃতি তাঁকে বিমুগ্ধ করেছিল। পল্লীর মানুষের জীবনযাত্রা তাঁর মনে কৌতূহল ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। তাঁর নিজের দেখা সেই সব মানুষের ছোটখাট সুখদুঃখের কথাকেই নিত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় আপন মনের সৌন্দর্য মিশিয়ে ছোটগল্পে রূপ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই দেখার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তারারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে একসময় লিখেছিলেন, “পোস্ট মাস্টারটি আমার বজরায় এসে বসে থাকত। ফটিককে দেখেছি পদ্মার ঘাটে। ছিদামদের দেখেছি আমাদের কাছারিতে। ওই যারা কাছে এসেছে তাদের কতকটা দেখেছি, কতকটা বানিয়ে নিয়েছি।” রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পে জনপদের কলরব এবং বিশাল উদার প্রকৃতির নীরবতাকে জাদুকরের মতো আশ্চর্য কৌশলে মিলিয়ে দিয়েছেন।

ছোটগল্পের বিষয় বৈচিত্র্য

রবীন্দ্রগল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য সম্পর্কে শিশিরকুমার দাস বাংলা ছোটগল্প গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, “রবীন্দ্রনাথের গল্পের বিষয়বৈচিত্র্য অসাধারণ। তিনি শহর নিয়ে লিখেছেন, গ্রাম নিয়ে লিখেছেন। তাঁর গল্পে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বারবার এসেছে, তাঁর গল্পে অতিপ্রাকৃত আবহাওয়া সৃষ্ট হয়েছে। তাঁর গল্পের চরিত্রশালায় রাজরানী, আছে, জমিদার আছে, মধ্যবিত্ত সমাজ আছে, দরিদ্র কৃষক আছে। তাঁর গল্পে প্রেম যেমন বিরাট স্থান অধিকার করেছে, তেমনই করেছে প্রকৃতি; তেমনই করেছে ভ্রাতৃত্ব, প্রভুর প্রতি আনুগত্য, মায়ের প্রতি ভালবাসা। তিনি বর্তমান জীবন নিয়ে গল্প লিখেছেন, অতীত কাল নিয়ে লিখেছেন।”

➤ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলোর মধ্যে বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায় :

- তাঁর গল্পের একশ্রেণীর কাহিনি ঘটনাবিরল, চরিত্রবিরল এবং অনুভূতি বা আবেগ-প্রধান। যেমন : ‘ক্ষুধিত পাষণ’ বা ‘পোস্টমাস্টার’।
- দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্পের কাহিনিগুলো চরিত্রপ্রধান। যেমন : ‘কারুলিওয়ালা’ বা ‘খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’।
- তৃতীয় শ্রেণীর গল্পের কাহিনিগুলো পরিকল্পনা প্রধান। এসব গল্পের চরম বিস্ময় থাকে গল্পের শেষে। যেমন : ‘সমস্যাপূর্ণ’ বা ‘অধ্যাপক’।
- চতুর্থ শ্রেণীর গল্পের কাহিনিগুলোতে আছে নিত্যন্তই গল্প। যেমন : ‘ঠাকুরদাদা’ বা ‘দালিয়া’। এই চার ধরনের গঠনই রবীন্দ্রগল্পে প্রাধান্য পেয়েছে।

➤ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প আঙ্গিকেরও বৈচিত্র্য আছে। তিনি যেসব আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন সেগুলো এ রকম :

১. গল্পের কাহিনিটি নিজে বর্ণনা করেছেন।
২. কাহিনিটির আরম্ভ করেছেন লেখক- পরে গল্পের নায়ক কাহিনি উত্তমপুরুষে বলে গেছেন; যেমন : “নিশীথে”।
৩. সম্পূর্ণ কাহিনি উত্তমপুরুষে বর্ণিত; যেমন : ‘অধ্যাপক’।
৪. গল্পের কাহিনি চিঠির আকারে লেখা; যেমন : ‘স্ত্রীর পত্র’।
৫. কিছু অংশ বর্ণনা এবং কিছু অংশ চিঠি; যেমন : ‘দর্পহরণ’।
৬. নাট্যাকারে বর্ণিত; যেমন : ‘কর্মফল’।
৭. রূপকথা বা রূপকথার ছলে বর্ণিত গল্প; যেমন : “একটি আষাঢ়ে গল্প”।

বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য করলে রবীন্দ্রনাথের গল্পে প্রেম, সামাজিক জীবনে সম্পর্ক বৈচিত্র্য, প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের নিগূঢ় অন্তরঙ্গযোগ ও অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ- এই কয়টি শ্রেণীবিভাগ পরিলক্ষিত হয়।

প্রেম ও সামাজিক সম্পর্ক

প্রেমের গল্প হিসেবে 'একরাত্রি', 'মহামায়া', 'সমাপ্তি', 'দৃষ্টিদান', 'মাল্যদান', 'মধ্যবর্তিনী', 'শান্তি', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'মানভঞ্জন', 'দুরাশা', 'অধ্যাপক', 'নষ্টনীড়', 'স্ত্রীর পত্র', 'পাত্র ও পাত্রী', 'রবিবার', 'শেষকথা', 'ল্যাবরেটরি' প্রভৃতি গল্পের নাম উল্লেখযোগ্য। এসব গল্পের কতগুলোর মধ্যে প্রেমের কোমল-মধুর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। কতগুলো গল্পে বুদ্ধির খরপ্রবাহ মিশ্রিত প্রেমের ব্যক্তিত্বপ্রকাশী দীপ্তলীলা ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের কতগুলো গল্প সামাজিক বিচিত্র সম্পর্কের চিত্র রূপায়িত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য গল্প হচ্ছে- 'ব্যবধান', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'পণরক্ষা', 'দিদি', 'কর্মফল', 'দান প্রতিদান', 'দেনাপাওনা', 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ', 'হৈমন্তী', 'ছুটি', 'পুত্রযজ্ঞ', 'পোস্টমাস্টার', 'কাবুলিওয়ালা' ইত্যাদি। এই সমস্ত গল্পের মাধ্যমে সমাজের বিচিত্র মানুষের বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুভূতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়।

ছোটগল্পের রবীন্দ্রনাথের সতর্কতা

ভূদেব চৌদুরী 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের অবদান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন, 'রবীন্দ্রচনার আশ্রয়ে বাংলা ছোটগল্প প্রথম পূর্ণতা পেয়েছিল। কিন্তু এইটেই বড় কথা নয়। গল্পগুচ্ছের প্রাথমিক যুগের রবীন্দ্রগল্পের মধ্যেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জীবনভূমি পরিবর্তিত হয়েছে। শিল্পীর জীবনদৃষ্টি পেয়েছে এক অনাবিস্কৃতপূর্ব জগতে প্রথম প্রবেশাধিকার। সাহিত্যের ইতিহাসে এইটেই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি- কেবল নতুন রূপকল্প নয়, নবতর জীবনের স্বাদ ও সন্ধান।

নাটক

রবীন্দ্র নাটকের শ্রেণিবিভাগ

রবীন্দ্র-নাটক কয়েক শ্রেণিতে ভাগ করা যায়-

- ১। গীতিনাট্য : 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১), 'কালমৃগয়া' ও 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮)।
 - ২। কাব্যনাট্য : 'রুদ্রচণ্ড', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'।
 - ৩। সাংকেতিক নাটক : 'শারদোৎসব' (১৯০৮), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯), 'রাজা' (১৯১০), 'অচলায়তন' (১৯১২), 'ডাকঘর' (১৯১২), 'ফাগুনী' (১৯১৬), 'মুক্তধারা' (১৯২৫), 'রক্তকরবী' (১৯১৬), 'কালের যাত্রা' (১৯৩২), 'তাসের দেশ' (১৯০৩) ইত্যাদি।
 - ৪। সামাজিক নাটক : 'শোধবোধ', 'বাঁশরী'।
 - ৫। নৃত্যনাট্য : 'নটীর পূজা' (১৯২৬), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬), 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৭), 'শ্যামা' (১৯৩৯)।
 - ৬। প্রহসন : 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭), 'চিরকুমার সভা' (১৯২৬), 'শেষরক্ষা' (১৯২৮), 'ব্যঙ্গকৌতুক' (১৯০৭), 'হাস্যকৌতুক' (১৯০৭)।
- রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১)।
 - রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' (১৮৯০) নাটকটি 'রাজর্ষি' উপন্যাসের গল্পাংশ নিয়ে রচিত। এ নাটকে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে রঘুপতি ও জয়সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেন।
 - 'রক্তকরবী' রূপক ও গল্পের সমন্বয়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের একটি ভাবনাট্য।

আধুনিক যুগ : বেগম রোকেয়া



বিগত BCS প্রশ্নাবলী

- ২৯ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থের বিষয় বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন। (৪০তম BCS)
- ৩০ নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন' রচনাটির কাহিনি সংক্ষেপে বিবৃত করুন। (৩২তম BCS)
- ৩১ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রতিষ্ঠিত একটি মহিলা সমিতির পরিচয় দিন। (৩১তম BCS)
- ৩২ বেগম রোকেয়াই বাংলা সাহিত্যে প্রথম নারীবাদী লেখক'- কথাটি বুঝিয়ে দিন। (২৮তম BCS)
- ৩৩ 'অবরোধবাসিনী' কে লিখেছেন? তিনি কী হিসাবে বিখ্যাত? (২৭তম BCS)
- ৩৪ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কেন বিখ্যাত? (২৪তম BCS)



আলোচ্য বিষয়

বেগম রোকেয়া : গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

- ০১) নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া'- আলোচনা করুন।
- ০২) বেগম রোকেয়ার তিনটি গ্রন্থের নাম লিখুন।

STUDENT



STUDY

বেগম রোকেয়া (১৮৮০ - ১৯৩২)

পরিচয়

বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া ৯ ডিসেম্বর ১৮৮০ রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বেগম রোকেয়া সারাজীবন কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়ে গেছেন। তিনি ১৯০৬ সালে 'আজুমান খাওয়াতীন' নামে একটি মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। রোকেয়া যেসব গ্রন্থ রচনা করেন সেগুলোর নাম : 'মতিচূর'- ১ম ও ২য় খণ্ড, 'পদ্মরাগ', 'অবরোধবাসিনী' ও 'সুলতানার স্বপ্ন'। 'সুলতানার স্বপ্ন' প্রকৃতপক্ষে তাঁর ইংরেজি গ্রন্থ, নাম 'sultana's Dream'। ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন এ মহীয়সী নারী।

রোকেয়ার বিভিন্ন রচনার বিষয়বস্তু

রবীন্দ্রযুগে যে কয়জন মুসলিম মহিলা বাংলা সাহিত্য সাধনা করে যশ অর্জন করেন, বেগম রোকেয়া তাদের মধ্যে প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ। তিনি জমিদার রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিয়ের পর স্বামীর সংস্পর্শে এসে তিনি লেখাপড়া ও চিত্তবিকাশের সুযোগ পান। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সমাজ-সংস্কার ও সমাজ গঠনমূলক কাজে নিজেকে সঁপে দেন। মুসলমান সমাজে নারীদের দুর্গতি দূর হবে না, বেগম রোকেয়া মর্মে মর্মে এ কথা বুঝেছিলেন। এজন্য তিনি মুসলিম নারী সমাজের মনের জড়তা ও কুসংস্কার দূর করার জন্যে কলম ধরেছিলেন। 'মতিচূর', 'সুলতানার স্বপ্ন', 'পদ্মরাগ ও 'অবরোধবাসিনী' প্রভৃতি গ্রন্থে সমাজের এ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেছেন। তাঁর সমস্ত লেখাই সমাজ কল্যাণমূলক ও নারী সচেতনতামূলক। বেগম রোকেয়া তাঁর সব লেখায় নারীদের সমস্যা, পশ্চাদপদতা, অজ্ঞানতা প্রভৃতিকে তুলে ধরেছেন; নারীর বঞ্চনা, নির্যাতনের চিত্র এবং নারী অধিকারের বিপরীতে কুসংস্কারের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন; নারীর অধিকার রক্ষায় তিনি কিছুটা বিপ্লবাত্মক হয়েছেন।



প্রথম নারীবাদী লেখক

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মুসলিম নারী হিসেবে যে কয়েকজন মহীয়সীর নাম পাওয়া যায় তাদের মধ্যে বেগম রোকেয়া অন্যতম। পিছিয়ে পড়া নারীদের এই পশ্চাৎপদতার কারণ ও তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় যে শিক্ষা, তিনি তা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট ভূমিকা নিয়েছেন। শিক্ষাবিস্তার না হলে মুসলিম নারীদের দাসত্ব কিছুতেই লাঘব হবে না এবং দুর্গতির সাগরেই হাবুডুবু খাবে, একথা নারীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই তিনি রচনা করেছেন ‘মতিচূর’, ‘সুলতানার স্বপ্ন’, ‘পদ্মরাগ’ প্রভৃতি গ্রন্থ। এ সমস্ত লেখায় তুলে ধরেছেন নারীদের কথা, তাদের অধিকারের কথা। তাই বলা যায়, বেগম রোকেয়াই বাংলা সাহিত্যে প্রথম নারীবাদী লেখক।

নারী জাগরণের অগ্রদূত

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত বলা হয়। ‘মতিচূর’, ‘সুলতানার স্বপ্ন’, ‘পদ্মরাগ’, ‘অবরোধবাসিনী’ প্রভৃতি বেগম রোকেয়ার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এ গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে তিনি মুসলিম নারী সমাজের দুর্দশার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

নারী শিক্ষাবিস্তারে বেগম রোকেয়ার ভূমিকা

বেগম রোকেয়া কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উর্দু প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেন ১৬ মার্চ ১৯১১ সালে। ১৯১৭ সালে এই স্কুল মধ্য ইংরেজি গার্লস স্কুলে ও ১৯৩১ সালে উচ্চ ইংরেজি গার্লস স্কুলে রূপান্তরিত হয়। আমৃত্যু তিনি এই স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ও সুপারিনটেনডেন্ট পদে দায়িত্ব পালন করেন। মুসলিম নারীশিক্ষার অন্ধকার যুগে কলকাতার বিভিন্ন মহল্লায় ঘুরে ঘুরে তিনি ছাত্রী সংগ্রহ করতেন এবং নারীদের সচেতন করার চেষ্টা করতেন।

বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত মহিলাসমিতি

রবীন্দ্রযুগে যে কয়জন মুসলিম বাংলা সাহিত্যে সাধনা করে যশ অর্জন করেন, বেগম রোকেয়া তাদের মধ্যে প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ। মুসলিম নারীদের উন্নতির লক্ষ্যে আমৃত্যু তিনি চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। মুসলিম নারী সমাজকে সচেতন ও আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ‘আজ্জুমান খাওয়াতিনে ইসলাম (১৯১৬) সমিতি। নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর নেতৃত্বে এ সমিতির বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে।

আধুনিক যুগ : কাজী নজরুল ইসলাম



বিগত BCS প্রশ্নাবলী

- ✗ কাজী নজরুল ইসলামের তিনটি উপন্যাসের নাম লিখুন। (৩৮তম BCS)
- ✗ কাজী নজরুল ইসলামের ঔপন্যাসিক সত্তার পরিচয় দিন। (৩৬তম BCS)
- ✗ নজরুলের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্ণের জীবন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করুন। (২৯তম BCS)
- ✗ নজরুলের বিদ্রোহের নানা প্রান্ত উন্মোচন করুন। (২৮তম BCS)
- ✗ নজরুলের জন্ম ও মৃত্যু সাল লিখুন। (২৭তম BCS)
- ✗ নজরুল ইসলামের কোন গ্রন্থ ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়? (২৪তম BCS)
- ✗ কাজী নজরুল ইসলামের ছোটগল্পের বই-এর নাম কি? (২৩তম BCS)
- ✗ কাজী নজরুল ইসলামের তিনটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন। (২১তম BCS)
- ✗ কুহেলিকা' গ্রন্থটির আঙ্গিক কি? রচয়িতা কে? (১৫তম BCS)
- ✗ নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা কোন কাব্যের অন্তর্গত? (১০তম BCS)



আলোচ্য বিষয়

কাজী নজরুল ইসলাম : গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

- ০১) কাজী নজরুল ইসলামের 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'র মূল বক্তব্য কী?
- ০২) 'অগ্নি-বীণা' কাব্যগ্রন্থের ৩টি কবিতার নাম লিখুন।
- ০৩) 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতুর্য'- ব্যাখ্যা করুন।
- ০৪) নজরুলের প্রকাশিত প্রথম কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধের নাম লিখুন।
- ০৫) কাজী নজরুলের বাজেয়াপ্ত পাঁচটি গ্রন্থের নাম লিখুন।
- ০৬) নজরুলের উপন্যাস তিনটির কেন্দ্রীয় চরিত্রের নাম লিখুন।
- ০৭) বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাসের নাম কী? কার লেখা?
- ০৮) 'শিউলিমালা গল্পগ্রন্থের চারটি গল্পের নাম কী?
- ০৯) কাজী নজরুল ইসলামের তিনটি নাটকের নাম লিখুন।



নজরুলের জন্মসাল ও মৃত্যুসাল : কাজী নজরুল ইসলাম ২৪ মে ১৮৯৯ (১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ) জন্মগ্রহণ করেন। ২৯ আগস্ট ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে (১২ ভাদ্র ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ) মৃত্যুবরণ করেন।

কবিতা

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) উপলব্ধি করেছিলেন ‘মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই- নহে কিছু মহীয়ান।’ মানবের মঙ্গলসাধনের জন্য তিনি লিখনী ধারণ করেছিলেন। তাই সমাজসেবা ও সাহিত্যসেবা তিনি একইসঙ্গে করতে সক্ষম হন। বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে তাঁর অতর্কিত আবির্ভাব ধূমকেতুর মতো। তাঁর আগমনের সৌন্দর্য তটভূমিতে সুরক্ষিত, শান্ত নিয়ন্ত্রিত ছন্দপ্রবাহে মৃদু সঞ্চরী; পরিশ্রুত জীবনাবেগবাহী বাংলা কাব্যদেহের ওপর যেন একটা প্রলয়প্লাবন বয়ে গিয়েছিল।

নজরুলের ইসলামের কাব্যগুচ্ছ

কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যসমূহের নাম : ‘অগ্নি-বীণা’, ‘দোলনচাপা’, ‘বিশ্বের বাঁশী’, ‘ভাঙার গান’, ‘প্রলয়-শিখা’, ‘ছায়ানট’, ‘পূবের হাওয়া’, ‘সাম্যবাদী’, ‘চিন্তনামা’, ‘সর্বহারার’, ‘ফণিমনসা’, ‘সিন্ধু-হিন্দোল’, ‘ঝিঙেফুল’, ‘সাত ভাই চম্পা’, ‘জিঞ্জীর’, ‘চক্রবাক’, ‘সন্ধ্যা’, ‘নতুন চাঁদ’, ‘মরু ভাস্কর’ ইত্যাদি। তাঁর গানের বই : ‘বুলবুল’, ‘চোখের চাতক’, ‘চন্দ্রবিন্দু’, ‘সুরসাকী’, ‘জুলফিকার’, ‘বনগীতি’, ‘গুলবাগিচা’, ‘গানের মালা’, গীতি শতদল’ ইত্যাদি।

অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে নজরুল ইসলাম বলিষ্ঠ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। কবিহৃদয়ের অনির্বাক্য বহিঃপ্রকাশই তাঁর প্রধান অনুভূতি। তাঁর গভীরতম চেতনায় যে ক্ষোভ, বঞ্চিতের প্রতি নিবিড় সহানুভূতি মতো অসহনীয় উত্তাপে ফুটে উঠেছে, তা প্রকাশ করার তীব্র আকুতিই তাঁর কাব্যপ্রেরণার মূল উৎস। তাই ‘অগ্নিবীণা’র “বিদ্রোহী” কবিতায় ঘোষণা করেছেন-

বল বীর

বল উন্নত মম শির

শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির!

কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহভাবমূলক কবিতা লিখে খ্যাতিলাভ করলেও অপরাপর ক্ষেত্রে, বিশেষত প্রেমের কবিতা রচনায় তিনি বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছেন। কবির বিদ্রোহভাবমূলক ও প্রেমানুভূতিমূলক কবিতা একই সময়ে রচিত। তাঁর প্রেমের কবিতায় প্রেমিক হৃদয়ের বেদনার্ত হাহাকার রূপায়িত হয়েছে। বিদ্রোহ ভাবের কবিতায় যে বলিষ্ঠতা আছে, প্রেমের কবিতায় তা নেই। বরং এখানে অশ্রুর মাধ্যমে তাঁর প্রেমের আবেদন প্রকাশমান। যেমন, চোখের চাতকে লিখেছেন-

পরজনমে দেখা হবে প্রিয়!

এটি ভুলিও মোরে হেথা ভুলিও।

‘অগ্নি-বীণা’, ‘বিশ্বের বাঁশী’ প্রভৃতি বিদ্রোহভাবমূলক কাব্যের পাশে দোলনচাপা, ছায়ানট, ‘সিন্ধু-হিন্দোল’, ‘চক্রবাক’ প্রভৃতি প্রেমানুভূতিমূলক কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদ্রোহভাবমূলক কবিতাগুলোর মধ্যে সাময়িকতার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যে পরিবেশে সেগুলো রচিত হয়েছিল, তার প্রাসঙ্গিকতা আজও শেষ হয়নি। অন্যদিকে প্রেমানুভূতিমূলক কবিতার আবেদন চিরন্তন।

শব্দব্যবহারের দিক থেকে নজরুল ইসলাম বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। আরবি-ফারসি শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ তাঁর কবিতায় যত বেশি সার্থকতা সহকারে রূপায়িত হয়েছে, তা অন্যদের মধ্যে দেখা যায় না।

উপন্যাস

নজরুলের উপন্যাসের বিষয়বস্তু

কাজী নজরুল ইসলামের প্রধান ও প্রথম পরিচয় কবি হলেও তিনি তিনটি উপন্যাসও রচনা করেছিলেন। উপন্যাস তিনটি হলো- বাঁধনহারা (১৯২৭), মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০), কুহেলিকা (১৯৩১) কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস তিনটির রচনাকাল ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সাল। বাঁধনহারা (১৯২৭) তাঁর প্রথম উপন্যাস। এটি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাস। এর পত্রগুলো ‘মোসলেম ভারত’ পত্রিকায় ১৩২৭ বঙ্গাব্দের (১৯২০) প্রথম মাস থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির আগে কাজী নজরুল ইসলাম মাত্র তিনটি কবিতা লিখেছিলেন।

বাঁধনহারা : বাঁধনহারার পত্রসংখ্যা ১৮টি। পত্রগুলোর লেখক-লেখিকার সংখ্যা ৯ জন। এর মধ্যে ৬ জনই নারী। প্রধান চরিত্র নুরুল হুদা। বাঁধনহারা কাজী। নজরুল ইসলামের আত্মসমীক্ষণমূলক পত্রোপন্যাস। কাজী নজরুল ইসলাম উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছিলেন সাংবাদিক, সাহিত্যিক নলিনীকান্ত সরকারকে।

মৃত্যুক্ষুধা : নজরুলের দ্বিতীয় উপন্যাস ‘মৃত্যুক্ষুধা’ (১৯৩০)। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। উপন্যাসটি অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত।

কুহেলিকা : সন্তাসী বিপ্লবের পটভূমিতে লিখিত ‘কুহেলিকা’ (১৯৩১) নজরুলের তৃতীয় উপন্যাস। এটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সন্তাসী বিপ্লবের উপরে লিখিত দ্বিতীয় উপন্যাস। কুহেলিকা উপন্যাসের নায়ক ও প্রধান চরিত্র কুমিল্লার এক জমিদারের অবৈধ পুত্র জাহাঙ্গীর।

ছোটগল্প

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) কথাসাহিত্যিক হিসেবে যথেষ্ট স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। নজরুল ইসলাম তাঁর রচিত কবিতার মতো ছোটগল্পের জগতেও এক অন্যান্যপূর্বতার স্বাদ নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর প্রথম গল্পসংকলন ‘ব্যথার দান’ গদ্যকাব্য নামে প্রশংসা অর্জন করেছিল। তাঁর গল্পে বিচিত্র চেনা রূপের আভাস থাকলেও বিশেষ রূপসৃষ্টির কোনো গভীর ছাপ ফেলতে পারেনি। ‘ব্যথার দান’, ‘রক্তের বেদন’ ও ‘শিউলিমালা’ গ্রন্থে তাঁর গল্পগুলো সংগৃহীত। তাঁর রচিত গল্পসংখ্যা আঠার, তার মধ্যে ষোলটিই প্রেমের গল্প। ভূদের চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, “গল্প হিসেবে এরা অবিস্মরণীয় নয়- না শৈলীতে, না বিষয়বিন্যাসে; কিন্তু ইতিহাসের দরবারে এই সংস্কারমুক্ত অন্য রূপরচনার প্রসঙ্গ অবান্তর নয়, বিশেষ করে অপর সকল নজরুল-রচনার মতো এদের অদ্ভুত অভিব্যক্তি ও স্বাদুতার বৈশিষ্ট্য।” কাজী নজরুল ইসলামের ছোটগল্পের মূল উপকরণ যৌবন- যৌবনের অমিতবীৰ্য ও যৌবনের ভীৰুমহুরতা। বাংলা ছোটগল্পে তার আবির্ভাব এই যৌবনের জয়গান গেয়েই। তাঁর গল্পের ঐতিহাসিক মূল্য এখানে যে, রবীন্দ্রলালিত ও বাংলা গল্পের অন্যান্য ঐতিহ্যপুষ্ট লেখক গোষ্ঠীর থেকে তাঁর গল্প পৃথক ও বিশিষ্ট।

নাটক

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) কয়েকটি নাটক রচনা করে এ ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ‘আলোয়া’, ‘মধুমালা’, ‘ঝিলমিলি ইত্যাদি তাঁর নাট্যসৃষ্টি। কাজী নজরুল ইসলাম কৈশোরকালেই গ্রাম্য যাত্রাদলের সংস্পর্শে এসে গীতিনাট্য রচনা করে নাট্যরচনায় আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু নাট্যরচনায় তাঁর প্রতিভা ব্যাপক হতে পারেনি। তাঁর ‘আলোয়া’ নাটকটি প্রতীকধর্মী। এতে ত্রিশটি গান সংযোজিত হয়েছিল। নাটকের কাহিনি বা চরিত্র বাস্তবানুগামী হয়নি এবং চরিত্রগুলো তত্ত্বের বাহন হয়ে উঠেছিল। তবে সংলাপ রচনায় দক্ষতার পরিচয় ছিল। ‘মধুমালা’ তাঁর গীতিনাট্য- পল্লীগীতিকার কাহিনি অবলম্বনে এর রূপ দেওয়া হয়েছিল। এই গীতিনাট্যের ভাষা সঙ্গীতধর্মী ও আবেগপ্রধান। ‘ঝিলমিলি গীতিনাট্যটিতে নরনারীর প্রেম ও বিরহ প্রাধান্য পেয়েছে।

আধুনিক যুগ : জসীমউদ্দীন



বিগত BCS প্রশ্নাবলী

১. কবি জসীমউদ্দীনের 'নকসী কাঁথার মাঠ' কাব্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লিখুন। (৩৮তম BCS)
২. 'জসীমউদ্দীনের কবিতার বিষয় কেবলই গ্রাম'- কেন? (২৮তম BCS)
৩. জসীমউদ্দীনের তিনটি কাব্যের নাম লিখুন। (২৭তম BCS)
৪. জসীমউদ্দীন কোন অর্থে পল্লীকবি? (২৪তম BCS)
৫. জসীমউদ্দীনের 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলোর নাম লিখুন। (২৩তম BCS)
৬. জসীমউদ্দীনের 'নকসী কাঁথার মাঠ' কাব্যের বিষয় ও প্রধান চরিত্রগুলোর নাম লিখুন। (২১তম BCS)



আলোচ্য বিষয়

জসীমউদ্দীন : গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

- ০১) জসীমউদ্দীনকে কেন পল্লীকবি বলা হয়?
- ০২) নকসী কাঁথার মাঠ' কাব্যগ্রন্থের বিষয় ও প্রধান চরিত্রের নাম লিখুন।
- ০৩) 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যগ্রন্থের বিষয় ও প্রধান চরিত্রের নাম লিখুন।
- ০৪) জসীমউদ্দীনের তিনটি কাব্যের নাম লিখুন।
- ০৫) জসীমউদ্দীনের তিনটি নাটকের নাম লিখুন।

STUDENT



STUDY

জসীমউদ্দীন (১৯০৩ - ১৯৭৬)

গ্রামীণ জীবন ও সাংস্কৃতিক অবহেলিত উপকরণ সংগ্রহের মাধ্যমে আধুনিক বাংলা কবিতার ভাব-প্রকাশ ও আঙ্গিক নির্মাণের স্বতন্ত্র বলয় সৃষ্টি করেছেন যিনি, তিনি পল্লীকবি জসীমউদ্দীন। কাহিনি, কাব্য, ছন্দ ও গীতিময়তায় তিনি বাংলা কাব্যে নবদিগন্তের সূচনা করেন। পল্লী বাংলার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, বিরহবেদনা তাঁর লেখায় জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে।

কাব্যগ্রন্থ

'রাখালী' (১৯২৭), 'নকসী কাঁথার মাঠ' (১৯২৯), 'বালুচর' (১৯৩০), 'ধানক্ষেত' (১৯৩৩), 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' (১৯৩৪), 'হাসু' (১৯৬৩), 'রূপবতী' (১৯৪৬), 'মাটির কান্না' (১৯৫৮), 'সকিনা' (১৯৫৯), 'সুচয়নী' (১৯৬১), 'মা যে জননী কান্দে' (১৯৬৩), 'হলুদ বরণী' (১৯৬৬), 'জলে লেখন' (১৯৬৯), 'ভয়াবহ সেই দিনগুলোতে' (১৯৭২), 'মাগো জ্বালায়ে রাখিস আলো' (১৯৭৬), 'কাফনের মিছিল' (১৯৮৮)।

নকসী কাঁথার মাঠ

‘নকসী কাঁথার মাঠ (১৯২৯) হচ্ছে গাথাকাব্য। চাষীর ছেলে রূপাই ও পাশের গ্রামের মেয়ে সাজুর প্রেম, বিয়ে, সুখময় জীবন, বিচ্ছেদ-কাহিনি নিয়ে কাব্যটি রচিত। এ কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ করেন E.M. Milford Field of the Embroidery Quilt' নামে।

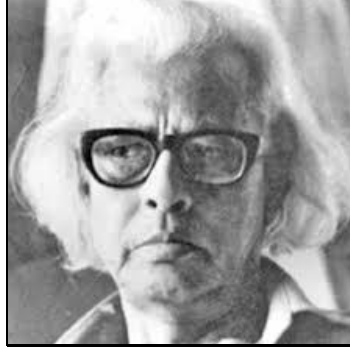
কবর

জসীমউদ্দীনের ছাত্রাবস্থায় ‘কবর’ কবিতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়। কবিতাটি প্রথম কল্লোল পত্রিকায় ছাপা হয়। এ কবিতায় এক বৃদ্ধ দাদু তার জীবনের শোকাক্ত অধ্যায়গুলো উন্মোচন করেছেন তার একমাত্র অবলম্বন নাতির কাছে।

‘জসীম উদ্দীনের কবিতার বিষয় কেবলই গ্রাম।’-কেন?

পল্লীকবি জসীমউদ্দীন বাংলা কাব্যজগতে নতুন এক কাব্যধারার উন্মোচন ঘটিয়েছেন। জসীমউদ্দীন প্রথম পরিচয় লোকসাহিত্য সংগ্রহে-চণ্ডীমঙ্গল, মৈমনসিংহ গীতিকা এবং গ্রামের অজস্র কাব্য গীতিকার সঙ্গে। আর গ্রাম্য জীবন এবং গ্রাম্য পরিবেশ তাঁর কাব্যের উপাদান জুগিয়েছে। তাঁর কবিতার গ্রামীণ প্রকৃতির চিত্র যতটা ফুটে উঠেছে, জসীমউদ্দীন তার চাইতে বেশি পল্লীকবি। তার ‘কবর’ কবিতায় বেদনার এক নতুন সুর শুনতে পাওয়া যায়। অসাধারণ হৃদয়বেগ বা বলিষ্ঠ কোনো জীবনাদর্শ নেই, অথচ সাধারণ জীবনের তুচ্ছ বেদনা যে এত মর্মান্তিক হতে পারে তার পরিচয় আমরা আগে কখনও পাইনি। জসীমউদ্দীনের বিশিষ্টতা সহজ এবং সতেজ উপমা ব্যবহারের মধ্যে। গ্রাম্য প্রকৃতির মধ্যে যে অনায়াস সহজতা বিদ্যমান, জসীমউদ্দীন তাঁর কাব্যে গ্রাম্য প্রকৃতির সে পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। ‘রাখালী’, ‘বালুচর’, ‘ধানক্ষেত’, ‘নক্সীকাঁথার মাঠ’, ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’, ‘মাটির কান্না’, ‘হাসু’, ‘রঙিলা নায়ের মাঝি’, ‘মা যে জননী কান্দে’ প্রভৃতি রচনায় গ্রামীণ পটভূমি স্পষ্ট। বলা যায়, জসীমউদ্দীনের সমস্ত সাহিত্যকর্মে গ্রামীণ চিত্র প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

আধুনিক যুগ : ফররুখ আহমদ



বিগত BCS প্রশ্নাবলী

- ০১) ফররুখ আহমদের দুটি কাব্যের নাম লিখুন। (২৭তম BCS)
০২) ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ, কাহিনি কাব্য এবং কাব্যনাট্যের নাম লিখুন। (২০তম BCS)
০৩) ফররুখ আহমদ রচিত সনেট গ্রন্থের নাম কি? (১৭তম BCS)
০৪) 'নৌফেল ও হাতেম' কোন জাতীয় রচনা? রচয়িতার নাম কি? (১৩তম BCS)



আলোচ্য বিষয়

ফররুখ আহমদ : গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

- ০১) 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থ কেন বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন?
০২) ফররুখ আহমদের তিনটি শিশুতোষ গ্রন্থের নাম লিখুন।
০৩) কাব্যনাট্য কী? ফররুখ আহমদের কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
০৪) কাহিনিকাব্য কী? ফররুখ আহমদের কাহিনিকাব্যের নাম লিখুন।
০৫) বাংলা সাহিত্যে ফররুখ আহমদের বিশিষ্টতা আলোচনা করুন।

STUDENT



STUDY

ফররুখ আহমদ (১৯১৮ - ১৯৭৪)

মাগুরা জেলার শ্রীপুর থানার মাঝাইল গ্রামে ১৯১৮ সালের ১০ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। দাদির কাছে কাসাসুল আমিয়া, জঙ্গনামা, হাতেম কাহিনি, রাজাবাদশার কাহিনি এবং যুদ্ধের কাহিনি শুনতেন। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর লেখায় এর প্রভাব দেখা যায়। প্রাথমিক জীবনে তিনি বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও পরে ফররুখ আহমদ ইসলামী ভাবধারায় সাহিত্য রচনায় প্রয়াসী হন। তিনি ছিলেন মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী কবি। ইসলামিক আদর্শ ও আরব-ইরানের ঐতিহ্য তাঁর কবিতায় উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। 'সাত সাগরের মাঝি' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। তাঁর কবিতার অনুষ্ণ হল রূপকধর্মীতা।

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ : 'সাত সাগরের মাঝি', 'সিরাজাম মুনীরা', 'হাবেদা মরুর কাহিনি'।

শিশুতোষ গ্রন্থ : 'পাখির বাসা', 'হরফের ছড়া', 'ছড়ার আসর'।

কাহিনিকাব্য : 'হাতেম তায়ী'।

কাব্যনাট্য : 'নৌফেল ও হাতেম'।

সনেট সংকলন : 'মুহূর্তের কবিতা'।

- ১৯৪৪ সালে কলতার দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে 'লাশ' কবিতা লিখে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।
- তিনি ১৯৬৬ সালে ইউনেস্কো; ১৯৭৭ সালে মরণোত্তর একুশে পদক; ১৯৮০ সালে মরণোত্তর স্বাধীনতা পদক লাভ করেন।
- তিনি তাঁর লেখায় আরবি-ফারসি শব্দের নিপুণ প্রয়োগে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে অভিনবত্ব সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ফররুখ আহমদ ইসলামি ভাবধারায় সাহিত্য রচনায় প্রয়াসী ছিলেন। তিনি ছিলেন মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী কবি। ইসলামিক ও আরব-ইরানের ঐতিহ্য তাঁর কবিতায় উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। 'সাত সাগরের মাঝি' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ।

আধুনিক যুগ : সাম্প্রতিক সাহিত্য : বাংলাদেশের কবিতা

বিগত BCS প্রশ্নাবলী

- ০১) 'মজলুম আদিব' কে? এ নামে তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করেন? (৩৪তম BCS)
- ০২) 'অবসরের গান' কবিতাটি কার রচনা? (৩৩তম BCS)
- ০৩) ভাষা আন্দোলনভিত্তিক দুটি কবিতার নাম লিখুন। (৩৩তম BCS)
- ০৪) 'পাখির কাছে ফুলের কাছে' কার রচনা? তাঁর রচিত তিনটি কাব্যের নাম লিখুন। (৩২তম BCS)
- ০৫) গ্রিক ট্রাজেডি 'ইডিপাস' বাংলায় অনুবাদ করেন কে? তাঁর রচিত তিনটি কাব্যের নাম লিখুন। (৩২তম BCS)
- ০৬) শামসুর রাহমানের কবি-প্রতিভার পরিচয় দিন। (২৯তম BCS)
- ০৭) একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা কবিতার অন্তহীন প্রেরণার উৎস- এ প্রসঙ্গে অল্প কথায় লিখুন। (২৮তম BCS)
- ০৮) বাংলাদেশের দু'জন প্রধান কবি কে? তাঁদের প্রত্যেকের একটি করে কাব্যের নাম লিখুন। (২৭তম BCS)
- ০৯) শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্যের নাম কি? (২২তম BCS)
- ১০) বাংলাদেশের দু'জন অকাল প্রয়াত বিশিষ্ট কবির নাম লিখুন। (১৩তম BCS)
- ১১) 'অমর একুশে' শীর্ষক কবিতার কবির নাম কি? (১১তম BCS)



আলোচ্য বিষয়

বাংলাদেশের কবিতা : গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

- ০১) বাংলাদেশের তিনজন জীবিত কবি ও তাঁদের একটি করে কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন।
- ০২) মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক দুইটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন।

STUDENT



STUDY

সাম্প্রতিক সাহিত্য : বাংলাদেশের কবিতা

আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫)

আহসান হাবীব ছিলেন কবি ও সাংবাদিক। তাঁকে আধুনিক কাব্যধারার কবি বলা হয়। কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'রাত্রিশেষ' (১৯৪৭)। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ: 'ছায়াহরিণ', (১৯৬২), 'সারা দুপুর', (১৯৬৪), 'আশায় বসতি', (১৯৭৪) "মেঘ বলে চৈত্রে যাবো", (১৯৭৬), 'দুহাতে দুই আদিম পাথর', (১৯৮০), 'প্রেমের কবিতা', (১৯৮১), "বিদীর্ণ দর্পণে মুখ", (১৯৮৫) প্রভৃতি। আহসান হাবীবের কবিতার মূল বিষয়- মধ্যবিত্তের সংকট ও জীবনযন্ত্রণা। তাঁর কবিতায় নাগরিক মননের ছাপ পাওয়া যায়।

আবুল হোসেন (জ.১৯২১)

আধুনিকতার সূচনালগ্নে সমসাময়িকদের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন আবুল হোসেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'নববসন্ত' (১৯৪২)। তাঁর কবিতায় সাংসারিক ও একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ পায়। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : 'বিরস সংলাপ', 'হাওয়া তোমার কি দুঃসাহস' (১৯৮২), 'দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে' (১৯৮৭) প্রভৃতি।

সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২)

বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট আধুনিক কবি সৈয়দ আলী আহসান। তিনি শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক হিসেবেও সমাদৃত। তিনি জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রাম ও করাচি। বিশ্বাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। বাংলা একাডেমীর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কবিতায় ঐতিহ্য সচেতনতা, সৌন্দর্যবোধ ও দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : 'অনেক আকাশ', 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত', 'সহসা সচকিত', 'আমার প্রতিদিনের শব্দ'। কাব্য সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি। বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬)

তিনি ১৯২৯ সালের ২৪ অক্টোবর ঢাকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার পাহাড়তলী গ্রামে। তিনি পেশায় সাংবাদিক ছিলেন।

শামসুর রাহমান বাংলাদেশের প্রধান কবি হিসেবে স্বীকৃত। তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে সংখ্যার দিক থেকে ছাড়িয়ে গেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমগ্র আধুনিক সাহিত্যের ভাবনাগত সারাৎসারকে গ্রহণ করেই কাব্যচর্চায় সক্রিয় হয়েছেন তিনি। কবি শামসুর রাহমানের কবিতায় ফুটে ওঠে প্রেম-ভালোবাসা, প্রকৃতি, সংগ্রামসহ বিভিন্ন বিষয়। তাঁকে 'নাগরিক কবি' হিসেবে অভিহিত করা হয়। শামসুর রাহমানের প্রথম গ্রন্থ 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে'। শামসুর রাহমানের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'রৌদ্র করোটিতে' (১৯৬২)-কে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়।

কাব্যগ্রন্থ : 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে', 'রৌদ্র করোটিতে', 'বিশ্বস্ত নীলিমা', 'নরললাকে দিব্যরথ', 'নিজ বাসভূমে', 'বন্দী শিবির থেকে', 'দুঃসময়ের মুখোমুখি', ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা', 'শূন্যতায় তুমি শোকসভা', 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে', 'প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে', 'ইকরুসের আকাশ', 'মাতাল ঋত্বিক', 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ', 'কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি'।

শিশুতোষ রচনা : 'এলাটিং বেলাটিং' (১৯৭৫), 'ধান ভানলে কুঁড়ো দেব' (১৯৭৭), 'গোপাল ফোটে খুকির হাতে' (১৯৭৭), 'স্মৃতির শহর' (১৯৭৯)।

উপন্যাস : 'অক্টোপাস' (১৯৮৩), 'নিয়ত মন্তাজ' (১৯৮৫), 'অদ্ভুত আঁধার'।

পুরস্কার : আদমজী পুরস্কার (১৯৬৩), জীবনানন্দ দাশ পুরস্কার (১৯৭৩), নাসিরুদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৮১), লেখিকা সংঘ সাহিত্য পদক (১৯৮২), পদাবলী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৪)।

আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০০)

কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ পাঠকের কাছে একজন সমাজ-সচেতন কবি হিসেবে সমাদৃত। কবিতার পাশাপাশি গল্প, উপন্যাস রচনা করেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর কাব্য গ্রন্থগুলোর নাম মানচিত্র', 'ভোরের নদীর মোহনায়', 'জাগরণ', 'সূর্য জ্বালার সোপান', 'লেলিহান 'পাণ্ডুলিপি', 'নিখোঁজ সনেটগুচ্ছ', 'আমি যখন আসব', 'সাজঘর', 'ঝড় বৃষ্টি ও শস্যের কবিতা', 'আমার রুবাইয়াৎ', 'গাঙচিল', 'সোনামতী বর্ণমালা' প্রভৃতি। 'স্মৃতিস্তম্ভ' তাঁর লেখা জনপ্রিয় একটি কবিতা। এটি তাঁর মানচিত্র' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩)

হাসান হাফিজুর রহমানের অনন্য কৃতিত্ব স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র সম্পাদনা। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আর কোনও অবদান না থাকলেও পাঠকবৃন্দ তাঁকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করত। নির্বাচিত এই দলিলপত্র সম্পাদনার মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধের সার্বিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আধুনিক কবি ও কবিতা বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থ আমাদের কাছে স্মরণীয় ও বরণীয়। তিনি পেশায় সাংবাদিক হলেও তাঁর কবিতায় ফুটে ওঠেনি সাংবাদিক পেশার প্রকাশভঙ্গি। তিনি একজন সফল সাহিত্যিক ও সমালোচক। তিনিই প্রথম বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের ওপর 'একুশে ফেব্রুয়ারী' নামের একটি সংকলন-গ্রন্থ সম্পাদন করেন। তাঁর অন্যতম কাব্যগ্রন্থ : 'বিমুখ প্রান্তর', 'আর্ত শব্দাবলী', 'অস্তিম শরের মতো', 'বজ্রচেরা আঁধার আমার', 'আমার ভেতরের বাঘ', 'ভবিতব্যের বাণিজ্য-তরী' প্রভৃতি।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৯৩৪-২০০১)

ছড়ার আঙ্গিকে কবিতা লিখে যিনি শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তিনি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ। তিনি পঞ্চাশ দশকের অন্যতম কবি। তাঁর রচিত কবিতায় গ্রামবাংলার দুর্লভ ছবি ফুটে ওঠে। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ'র সর্বাধিক জনপ্রিয় ও আলোচিত কাব্যগ্রন্থ 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি'। তিনি 'পদাবলি' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি কবিতা-সম্মেলনের আয়োজন করত। তাঁর যে কাব্যগ্রন্থগুলো বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে : 'সাতনরীর হার', 'কখনো রঙ কখনো সুর', 'কমলের চোখ', 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি', 'সহিষ্ণু প্রতিজ্ঞা', 'বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা', 'প্রেমের কবিতা প্রভৃতি।

সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬)

সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক। তাঁর পেশা ও নেশা লেখালেখি। সাহিত্যের প্রায় সব কয়টি শাখায় তিনি তাঁর প্রতিভার প্রমাণ রেখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : একদা এ রাজ্যে', 'বিশাল বিরতিহীন উৎসব', 'বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা', 'প্রতিধ্বনিগণ', 'অপার পুরুষ', 'পরানের গহীন ভিতর', 'নিজস্ব বিষয়, রজ্জুপথে চলেছি', 'অগ্নি ও জলের কবিতা', 'আমি জনগ্রহণ করিনি' প্রভৃতি। 'পরানের গহীন ভিতর' সৈয়দ শামসুল হকের একটি জননন্দিত কাব্যগ্রন্থ।

আল মাহমুদ (জ. ১৯৩৬)

আল মাহমুদ ১৯৩৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মোড়াইল গ্রামে জনগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মীর আবদুস শাকুর আল মাহমুদ। তিনি পেশায় সাংবাদিক ছিলেন। প্রথম পর্যায়ে তিনি গ্রামবাংলার গণমানুষের প্রবাহমান জীবনধারা ও তার পটভূমি থেকে কাব্য রচনার উপাদান সংগ্রহ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর কবিতায় শহুরে জীবন ছায়াপাত করে। আধুনিক কবিতার নতুন আঙ্গিকে তিনি আঞ্চলিক শব্দকে সূচারুৰূপে ব্যবহার করেছেন।

নির্মলেন্দু গুণ (জ. ১৯৪৬)

নির্মলেন্দু গুণ রাজনৈতিক সংগ্রামের কবিতা লিখে পাঠক সমাজে বেশি পরিচিতি লাভ করেন। তিনি মার্কসবাদী সংগ্রামে বিশ্বাসী। তাঁর রাজনৈতিক কবিতাগুলো নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'ইসকা' নামের কাব্যগ্রন্থ। প্রেমের কবিতা লিখে তিনি সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর প্রেমের কবিতা নিয়ে রচিত ও বন্ধু আমার একটি সার্থক কাব্যগ্রন্থ। তাঁর অধিকাংশ কবিতায় গণ-মানুষের জীবন-আন্দোলনের চিত্র ফুটে ওঠে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : 'প্রেমাত্মক রক্ত চাই', 'না প্রেমিক না বিপ্লবী', 'দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী', 'ও বন্ধু আমার', 'যখন আমি বুকের পাজির খুলে দাঁড়াই', 'বাংলার মাটি বাংলার জল', 'রাজনৈতিক কবিতা', 'আবার একটা ফু দিয়ে দাও', 'চাষাভূষার কাব্য', 'প্রেমের কবিতা প্রভৃতি।

আধুনিক যুগ : সাম্প্রতিক সাহিত্য : বাংলাদেশের উপন্যাস

- ০১) 'কীর্তদাসের হাসি' উপন্যাসের রূপকার্য ব্যাখ্যা করুন। (৩৭তম BCS)
- ০২) মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক একটি উপন্যাসের মূল্যায়ন করুন। (৩৬তম BCS)
- ০৩) রশীদ করীমের চারটি উপন্যাসের নাম লিখুন। (৩৪তম BCS)
- ০৪) 'পৃথক পলক্ষে'র লেখক কে? তিনি কোন সনে মৃত্যুবরণ করেন? (৩৪তম BCS)
- ০৫) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি উপন্যাসের নাম লিখুন। (৩৩তম BCS)
- ০৬) মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তিনটি উপন্যাসের নাম লিখুন। (৩৩তম BCS)
- ০৭) বাংলা সাহিত্যের তিনজন শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিকের নাম লিখুন। (৩৩তম BCS)
- ০৮) 'গৃহদাহ' উপন্যাসে সুরেশ চরিত্রটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (৩২তম BCS)
- ০৯) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক একটি উপন্যাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (৩২তম BCS)
- ১০) মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পাঁচটি উপন্যাসের নাম লিখুন। (৩০তম BCS)
- ১১) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক যে কোনো একটি উপন্যাসের ঘটনাংশ বর্ণনা করুন। (২৯তম BCS)
- ১২) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শহীদুল্লা কায়সার ও আবু ইসহাক- এঁদের প্রত্যেকের একটি করে উপন্যাসের নাম লিখুন। (২৭তম BCS)
- ১৩) লালসালু, সূর্যদীঘল বাড়ী, চিলেকোঠার সেপাই- কার লেখা? (২৪তম BCS)
- ১৪) চাঁদের অমাবস্যা' কার রচনা? (২৩তম BCS)
- ১৫) 'সংশপ্তক' কার লেখা? (২৩তম BCS)
- ১৬) সত্যেন সেনের তিনটি উপন্যাসের নাম লিখুন। (২১তম BCS)
- ১৭) মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ে শওকত ওসমানের দুটি উপন্যাসের নাম লিখুন। (২১তম BCS)
- ১৮) "হাজার বছর ধরে" কার লেখা? কি বিষয়ে কোন আঙ্গিকে লেখা? (২০তম BCS)
- ১৯) কাশবনের কন্যা' কোন জাতীয় রচনা এবং গ্রন্থটির রচয়িতা কে? (১৮তম BCS)
- ২০) বাংলাদেশের সাহিত্যে (১৯৪৭-৯৩) প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস কোনটি, রচয়িতা কে? (১৫তম BCS)
- ২১) চাঁদের অমাবস্যা' কোন জাতীয় রচনা এবং গ্রন্থটির লেখক কে? (১৩তম BCS)
- ২২) নদীবক্ষে' কার রচনা? (১১তম BCS)
- ২৩) লালসালু'র লেখক কে? (১০তম BCS)
- ২৪) জহির রায়হানের জনপ্রিয় উপন্যাস কোনটি? (১০তম BCS)



আলোচ্য বিষয়

বাংলাদেশের উপন্যাস : গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

- ০১) তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি করে উপন্যাসের নাম লিখুন।
- ০২) শওকত ওসমানের দুইটি উপন্যাসের নাম লিখুন।
- ০৩) মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তিনটি উপন্যাসের নাম লিখুন।
- ০৪) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর তিনটি উপন্যাসের নাম লিখুন।
- ০৫) আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাস দুইটির নাম লিখুন।
- ০৬) জহির রায়হানের তিনটি উপন্যাসের নাম লিখুন।

STUDENT



STUDY

সাম্প্রতিক সাহিত্য : বাংলাদেশের উপন্যাস

সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১)

বাংলাদেশের উপন্যাস-চর্চায় প্রাথমিক পর্যায়ে যে কজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনায় প্রাতিষ্ঠিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সত্যেন সেনের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে আজীবন সম্পৃক্ত থেকেছেন। সত্যেন সেন তাঁর উপন্যাসগুলোর পটভূমিতে নিয়ে এসেছেন ধর্ম, সমাজ, ও রাষ্ট্রের নানাবিধ সমস্যা। তাঁর লেখা উপন্যাসগুলো হল- 'ভোরের বিহঙ্গী' (১৯৫৯), 'রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ' (১৯৫৯) 'সৈয়ানা' (১৯৬৮), 'পদচিহ্ন' (১৩৬৫), 'পাপের সন্তান' (১৯৬৯), 'বিদ্রোহী কৈবর্ত', (১৯৬৯), 'পুরুষমেধ' (১৯৬৯), 'কুমারজীব' (১৯৬৯), 'আলবেরুণী' (১৯৭৯), 'উত্তরণ', 'অভিশপ্ত নগরী', 'সাত নম্বর ওয়ার্ড ইত্যাদি।

মিথ ও ইতিহাসকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে উপন্যাস রচনা করেছেন সত্যেন সেন। বাইবেল থেকেও তিনি কাহিনি সংগ্রহ করেছেন। জেরুজালেম নগরীকে পটভূমি করে লেখা সত্যেন সেনের উপন্যাস 'পাপের সন্তান'। ওল্ড টেস্টামেন্টের 'বুক অব দ্য প্রফেট'-এর অবলম্বনে সত্যেন সেনের 'অভিশপ্ত নগরী' উপন্যাসটি রচিত।

আবু জাফর শামসুদ্দিন (১৯১১-১৯৮৮)

আবু জাফর শামসুদ্দিন একজন মননশীল লেখক। ঔপন্যাসিক হিসেবেও তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর লেখা উপন্যাসগুলো হল- 'সংকর সংকীর্তন', 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান', 'পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'প্রপঞ্চ', 'দেয়াল'। আবু জাফর শামসুদ্দিনের পরিকল্পিত 'দ্রয়ী'র তিনখণ্ড হচ্ছে যথাক্রমে- 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান', 'পদ্মা মেঘনা যমুনা' এবং 'সংকর সংকীর্তন'। পদ্মা মেঘনা যমুনা' একটি বৃহৎ উপন্যাস। এটি ইতিহাসভিত্তিক এবং এতে জাতীয় জীবনের বিবর্তন। রূপায়িত হয়েছে। ইতিহাসকে এ উপন্যাসে জাতীয় জীবনের গৌরব প্রকাশে সহায়ক হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। আবু জাফর শামসুদ্দিনের 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান ইতিহাস চেতনা সমৃদ্ধ রোমাঞ্চ জাতীয় রচনা। উনিশ শতকে ফরায়েজি আন্দোলনের পটভূমিকায় এ উপন্যাসের আখ্যান গড়ে উঠেছে। ইংরেজ শাসনে বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিদ্রোহের প্রস্তুতি এবং ইংরেজ রাজশক্তি ও তাদের অনুচর হিন্দুদের সাথে সংঘাত, পরিণামে আন্দোলনকারীদের বিপর্যয়- এ উপন্যাসের কাহিনির সারাংশ।

শওকত ওসমান (১৯১৯-১৯৯৮)

বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে একজন শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান। তাঁর প্রকৃত নাম শেখ আজিজুর রহমান। শওকত ওসমান তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম। তীক্ষ্ণ সমাজ-সচেতনতা ও প্রগতিশীল ধ্যানধারণা তাঁর সাহিত্যকর্মের অন্তর্নিহিত প্রত্যয়। তাঁর লেখা উপন্যাসগুলো হল- 'বনি আদম' (১৯৪৩), 'জননী', (১৯৬৮), 'ক্লীতদাসের হাসি' (১৯৬২), 'চৌরসন্ধি', (১৯৬৮), 'সমাগম', (১৯৬৭), 'জাহান্নাম হইতে বিদায়' (১৯৭১), 'দুই সৈনিক' (১৯৭৩), 'পনকড়ে অরণ্য' (১৯৭৩), 'পতঙ্গ পিঞ্জর' (১৯৮৩), 'রাজসাক্ষী', (১৯৮৫), 'জলাংগী' (১৯৮৬) ইত্যাদি। শওকত ওসমানের নিরীক্ষাধর্মী উপন্যাস 'ক্লীতদাসের হাসি'তে সমকালীন কল্পিত ঘটনার ভিত্তিতে মানুষের আত্মিক স্বাধীনতার মর্যাদার করা হয়েছে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১)

বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ যথার্থ আধুনিক ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। দার্শনিক চেতনায় সমৃদ্ধ তার উপন্যাসগুলো সমকালে সহজেই পাঠকের কাছে অভিনব হিসেবে অভিহিত হয়েছে। তার লেখা উপন্যাসগুলো হল- ‘লালসালু’, ‘চাঁদের অমাবস্যা’, ‘কাঁদো নদী কাঁদো’।

উপন্যাস: ‘লালসালু’, ‘চাঁদের অমাবস্যা’, ‘কাঁদো নদী কাঁদো’।

- **লালসালু** : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রথম ‘লালসালু (১ম প্রকাশ ১৯৪৮, ২য় প্রকাশ ১৯৬০) উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বাংলাদেশের সাহিত্যে যেসব উপন্যাস প্রবল আলোড়ন তুলতে সমর্থ হয়েছে ‘লালসালু’ তাদের মধ্যে একটি। গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে এ উপন্যাস রচিত। ধর্মের নামে স্বার্থান্বেষী মানুষের কার্যকলাপ এখানে। গ্রাম-বাংলার বাস্তব চিত্র অঙ্কনে এ উপন্যাসটি অত্যন্ত মূল্যবান। এ উপন্যাসে ধর্মীয় ভণ্ডামির নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। মজিদ’ লালসালু উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। ধর্মকে ব্যবহার করে মজিদ কীভাবে গ্রামের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করল এবং ধর্মব্যবসার ভিত্তি রচনা করল- এটাই ‘লালসালু’ উপন্যাসের উপজীব্য। উপন্যাসের চরিত্র হল : মজিদ, খালেক ব্যাপারী, জমিলা, রহিমা, হাসুনীর মা, আকাস।
- **কাঁদো নদী কাঁদো** : ১৯৬৮ সালে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত চেতনা প্রবাহরীতির একটি উপন্যাস। আঙ্গিক প্রকরণে পাশ্চাত্যের প্রভাব থাকলেও এর সমাজজীবন, পরিবেশ ও চরিত্র স্বদেশীয়। শুকিয়ে যাওয়া বাকাল নদীর প্রভাবতায়িত কুমুরডাঙ্গার মানুষের জীবনচিত্র এতে অঙ্কিত হয়েছে। তবারক ভুঁইয়া নামে এক স্টিমারযাত্রীর মুখে কাহিনি বিবৃত। কুমুরডাঙ্গার ছোট হাকিম মুহাম্মদ মুস্তফার জীবনালেখ্য ও আত্মজীবনের ইতিকথা এর বিষয়বস্তু।

আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩)

বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনচিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক আবু ইসহাকের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর লেখা ‘সূর্যদীঘল বাড়ি’ উপন্যাসটি পাঠক সমাজে সাদরে গৃহীত হয়েছে। পঞ্চাশের মধ্যভাগ, দেশবিভাগ এবং স্বাধীনতা লাভের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত উদ্বাস্তু মানুষের জীবন-সংগ্রাম এ উপন্যাসে চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সূর্যদীঘল বাড়ি একটি সার্থক সামাজিক উপন্যাস। এ উপন্যাসের শিল্পকুশলতার ব্যতিক্রমধর্মী উপস্থাপনের জন্য সমালোচক এটিকে স্মরণীয় সাহিত্য হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন এটি একটি ক্ষেচধর্মী রচনা। আবু ইসহাকের লেখা অপর গ্রন্থগুলো হল- ‘হারেম’, ‘মহাপতঙ্গ’।

শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭)

শামসুদ্দীন আবুল কালাম বিচিত্র বিষয়াবলম্বনে উপন্যাস রচনা করেছেন। বিশেষ করে ‘কাঞ্চনমালা’ ও ‘কাশবনের কন্যা’ উপন্যাস দুটি তাঁকে পাঠক সমাজে খ্যাতি এনে দেয়। জেলে ও বেদে সম্প্রদায়ের জীবনকাহিনি উপন্যাস দুটিতে রূপায়িত হয়েছে। এ শ্রেণির সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার বাস্তব চিত্র হিসেবে উপন্যাস দুটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তাঁর লেখা অন্যান্য উপন্যাসগুলো হল- ‘আলম নগরের কথা’, ‘দুই মহল’, ‘কাশবনের কন্যা’, ‘জায়জঙ্গল’, ‘নবান্ন’, ‘সমুদ্র বাসর’ ইত্যাদি।

শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭)

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ড. আলীউদ্দীন আল আজাদ সাহিত্যচর্চা করে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাস রচনার তিনি অভিনব মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর লেখা ‘কর্ণফুলী উপন্যাসটি বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। চাকমা অঞ্চলের নর-নারীর জীবনকাহিনি এ উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের প্রভাবে মানুষের জীবনে আসে সঙ্কট, স্বার্থলোলুপ মানুষের হাত পড়ে অসহায় মানুষের উপর। জীবনের আনন্দ-বেদনার চিত্র উপন্যাসের উপজীব্য। চাকমা অঞ্চলের ভাষাও এতে ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁর লেখা ‘তেইশ নম্বর তৈলচিত্র’ উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রূপায়িত হয়েছে। মাতৃত্বের গভীর ও আবেগী প্রকাশ এবং স্বাভাবিক ও সাংসারিক জীবনের আকৃতি এ উপন্যাসের বিষয়। এ উপন্যাস অবলম্বনে ‘বসুন্ধরা’ ছবিটি নির্মিত হয় যে ছবিটি শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে পুরস্কার পেয়েছিল। তাঁর ‘ক্ষুধা ও আশা’ উপন্যাসটিতে রূপায়িত হয়েছে যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষপীড়িত সামাজিক অবস্থায় সংগ্রামী মানুষের চিত্র। গ্রাম-জীবনের বৈচিত্র্য শহর জীবনের অন্ধকার, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং একটি বিশেষ যুগের সার্বিক পরিচয় ‘ক্ষুধা ও আশা’ উপন্যাসের উপজীব্য। এটি বিশাল প্রেক্ষাপটে লেখা একটি মহাকাব্যিক রচনা। তাঁর লেখা অন্যান্য উপন্যাসগুলো হল- ‘খসড়া কাগজ’, ‘শ্যামল ছায়ার সংবাদ’, ‘জ্যোৎস্নার অজানা জীবন’, ‘যেখানে দাঁড়িয়ে আছি’, ‘পাটরানী’, ‘স্বাগতম ভালোবাসা’ ইত্যাদি।

জহির রায়হান (১৯৩৩-১৯৭২)

জহির রায়হান একজন বিখ্যাত কথাশিল্পী ও চলচ্চিত্র পরিচালক। তিনি ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে একজন সক্রিয় আন্দোলনকারী ছিলেন। তাঁর উপন্যাসগুলোতে সমকাললগ্ন জীবনবাস্তবতা এবং আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় নাগরিক জীবনের রূপায়ণ ঘটেছে। হাজার বছর ধরে তাঁর লেখা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত। এ উপন্যাসে গ্রাম-বাংলার বাস্তবসম্মত ও রসসমৃদ্ধ কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে। এই উপন্যাস সম্পর্কে গবেষক ড. রফিকুল্লাহ খান তার 'বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : “বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনবাস্তবতার সুদীর্ঘ পরিসর উপজীব্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে জহির রায়হানের হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে। জীবনের এই আয়তন-কল্পনার পেছনে ঔপন্যাসিকের রোমান্টিক মন-মানসিকতার ভূমিকাই মুখ্য। যে কারণে, আবহমান বাংলা ও বাঙালির চলমান জীবনরূপ আবেগী শব্দরূপায়ণের মধ্যেই হয়ে পড়েছে সীমাবদ্ধ। তবে দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্ম-বিন্যাসে হাজার বছরের মধুর জীবন-স্রোতের মধ্যেও তরঙ্গিত হয়েছে মানবীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা, অচরিতার্থ বেদনার রূপ-বৈচিত্র্য।” জহির রায়হানের লেখা অন্যান্য উপন্যাসগুলো হল- ‘শেষ বিকেলের মেয়ে’, ‘আরেক ফাগুন’, ‘বরফ গলা নদী, আর কত দিন’, ‘কয়েকটি মৃত্যু’ ও ‘তৃষা’।

শওকত আলী (জ. ১৯৩৬)

শওকত আলী বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক। তিনি উপন্যাসের কাহিনি ও চরিত্রের নির্মাণে সফল হয়েছেন। পিঙ্গল আকাশ' (১৯৬৩) শওকত আলীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এ উপন্যাসে নারী-হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার ও ব্যর্থতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। কুলায় কালগ্রোত' (১৯৮৬) উপন্যাসটি ১৯৬৫-১৯৬৯ সালে ঢাকার উত্তাল রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে ব্যক্তিজীবনের বিপর্যয়ের উপাখ্যান। রাখী নামক শিক্ষিত একজন নারীর ব্যক্তিজীবন রাজনৈতিক টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত হয়। শেষ পর্যন্ত মুক্তির উদ্দেশ্যে সে ঢাকা ছেড়ে মফস্বল শহর ঠাকুরগাঁও-এর দিকে যাত্রা করে। প্রদোষে প্রাকৃতজন' শওকত আলীর লেখা অপর একটি ব্যতিক্রমধর্মী সার্থক উপন্যাস। এটি একটি ইতিহাস ও ঐতিহ্য আশ্রিত উপন্যাস। রাজা লক্ষণ সেনের শাসনামলে সামন্ত-মহাসামন্তদের শোষণ-বঞ্চনা-উৎপীড়ন, অন্ত্যজ প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর প্রতিরোধ-সংগ্রাম এবং তুর্কী আক্রমণের ফলে বাংলা সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের ব্যাপক ভাঙ্গাগড়ার পটভূমিতে এ উপন্যাস রচিত। অন্যান্য উপন্যাসগুলো হল- ‘পূর্বরাত্রি পূর্বদিন’, ‘দক্ষিণায়ণের দিন’ ‘ওয়ারিশ’ ‘গন্তব্যে অতঃপর উত্তরের খেপ’, ‘দলিল’, ‘অপেক্ষা’, ‘বাসর ও মধুচন্দ্রিমা ইত্যাদি।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭)

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সমাজ, ঐতিহ্য ও ইতিহাস সচেতন একজন শক্তিমান ঔপন্যাসিক। অবহেলিত এবং প্রান্তিক মানুষজন তাঁর উপন্যাসের মূল কেন্দ্রে স্থান পেয়েছে। তাঁর লেখায় পাশ্চাত্য প্রভাব থাকলেও এদেশীয় সমাজ, পরিবেশ ও প্রকরণে তা নির্মিত হয়েছে। খোয়াবনামা' (১৯৯৬) তাঁর মহাকাব্যিক আঙ্গিকে লেখা বিখ্যাত উপন্যাস। গ্রাম বাংলার নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের জীবনচিত্রসহ ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, আসামের ভূমিকম্প, তেভাগা আন্দোলন, ১৯৪৩এর মণ্ডুর, পাকিস্তান আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে সুদক্ষ ঔপন্যাসিকের মনোভঙ্গিতে তিনি তাঁর উপন্যাসে উপস্থাপন করেন। অনুরূপভাবে ‘চিলেকোঠার সেপাই’ (১৯৮৩) বৃহৎ অবয়বে রচিত তাঁর অপর একটি বিখ্যাত উপন্যাস। এই উপন্যাসের সময় ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্ববাংলা। সে সময়ে প্রতিটি দিন ছিল ঘটনা, উত্তেজনায় ঠাসা। এটি পূর্ববাংলা বিষয়ে লেখা সবচেয়ে প্রামাণিক ও উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মর্যাদা পেয়েছে। এ উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল- ওসমান, খিজির, আনোয়ার প্রমুখ।

আনোয়ার পাশা (১৯২৮-১৯৭১)

আনোয়ার পাশা কবি, কথাসাহিত্যিক, সমালোচক, শিক্ষাবিদ ইত্যাদি পরিচয়ে পরিচিত। একজন ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর অবদান স্বীকৃত। বিশেষ করে তাঁর। লেখা ‘রাইফেল রোটি আগরাত’ (১৯৭৩) উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস। এতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। লেখক তার বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে উপন্যাসের আখ্যানভাগ তৈরি করেছেন। এটি তাঁর ‘আত্মজৈবিক অভিজ্ঞতার বস্তুনিষ্ঠশিল্পরূপ। আলোয়ার পাশার লেখা অন্যান্য উপন্যাসগুলো হল- ‘নিযুতি রাতের গাথা’ (১৯৩৮) এবং ‘নীড়সন্ধানী’ (১৯৬৮)।

সেলিনা হোসেন (জ. ১৯৪৭)

সেলিনা হোসেন একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। তিনি অসংখ্য উপন্যাস রচনা করেছেন। তিনি উপন্যাসের বিষয়-বৈচিত্র্য বিপুল। বিষয় অনুযায়ী উপন্যাসের আঙ্গিক নির্মাণ করার ক্ষেত্রে তিনি সফল হয়েছেন। তাঁর লেখা প্রধান উপন্যাস গুলো হল- ‘জলোচ্ছাস’ (১৯৭২) ‘হাঙর নদী খেনেড’, (১৯৭৬) মগ্ন চৈতন্যে শিস’ (১৯৭৯), যাপিত জীবন (১৯৮১), ‘নীল ময়ূরের যৌবন’ (১৯৮৩), পোকামাকড়ের ঘর-বসতি’ (১৯৮৬), ‘নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি’ (১৯৮৭), “কালকেতু ও ফুল্লরা’ (১৯৯২), ‘ভালোবাসা প্রীতিলতা’ (১৯৯২), গায়ত্রীসন্ধ্যা-এক’, ‘গায়ত্রী সন্ধ্যা-দুই’, ‘গায়ত্রীসন্ধ্যা-তিন’ ইত্যাদি।

হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২)

হুমায়ূন আহমেদ বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। সংখ্যার বিচারে, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে, কাহিনি রূপায়ণে, ভাষার সরসতায় তাঁর উপন্যাস অসাধারণ এবং অবিশ্বাস্য পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। উপন্যাসের চরিত্র-চিত্রণ দক্ষতায় তিনি অনন্য। তাঁর উপন্যাসে হাস্যরসের পরিবেশন পাঠককে অতিমাত্রায় উপন্যাসের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। বাঙালির মধ্যবিত্তের জীবন তাঁর উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল- ‘নন্দিত নরকে’, ‘শঙ্খনীল কারাগার’, ‘শ্যামল ছায়া’, ‘নির্বাসন’, ‘অচিনপুর’, ‘অন্যদিন’, ‘আমার আছে জল’, ‘১৯৭১’, ‘ফেরা’, ‘আগুনের পরশমনি’, ‘নক্ষত্রের রাত’, ‘অনন্ত নক্ষত্রবীথি’।

আধুনিক যুগ : সাম্প্রতিক সাহিত্য : বাংলাদেশের ছোটগল্প

বিগত BCS প্রশ্নাবলী

- ০১) ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক তিনটি গল্পের নাম লিখুন। (৩৬তম BCS)
০২) ভাষা-আন্দোলনের প্রভাবে রচিত যে কোনো একটি ছোটগল্পের পরিচয় বিধৃত করুন। (৩১তম BCS)
০৩) 'পিঁজরাপোল', 'জেগে আছি এবং 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গ্রন্থ তিনটির লেখকের নাম লিখুন। (২৭তম BCS)



আলোচ্য বিষয়

বাংলাদেশের ছোটগল্প : গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

- ০১) আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের তিনটি গল্পগ্রন্থের নাম লিখুন।
০২) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর গল্পগ্রন্থ দুইটির নাম লিখুন।
০৩) আলাউদ্দীন আল আজাদের তিনটি গল্পগ্রন্থের নাম লিখুন।

STUDENT



STUDY

সাম্প্রতিক সাহিত্য : বাংলাদেশের ছোটগল্প

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর গল্প 'নয়নচারা' সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পূর্বাশা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পটির নাম অনুসারে তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ পায়। তবে ঢাকা কলেজ ম্যাগাজিনে তাঁর 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' (১৯৬৫) প্রকাশ পায় একুশ বছর পর। তাঁর গল্পগুলোতে আধুনিক জীবনদৃষ্টি ও শিল্পবোধের পরিচয় মেলে। গল্পের পাত্রপাত্রীদের নির্দিষ্ট কোনো রঙে আবদ্ধ না রেখে রংধনুর সাত রঙ ছয়িয়ে সাজিয়ে তুলেছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সর্বোপরি একজন মননশীল গল্পকার। মানুষের প্রতি ভালোবাসা তাঁর গল্পগুলোকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

আবু ইসহাক (জ. ১৯২৬)

আবু ইসহাক একজন সফল ছোটগল্পকার। গল্পের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও তাঁর গল্পগুলো পাঠক সমাজে সমাদৃত। তাঁর গল্পগ্রন্থ : 'মহাপতঙ্গ' (১৯৬৩) এবং 'হারেম' (১৯৬২)। সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান' (১৯৯৩) নামে বাংলা একাডেমী থেকে তার সম্পাদিত অভিধান বের হয়। সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৩), একুশে পদক (১৯৯৭) ভূষিত হন।

আলাউদ্দীন আল আজাদ (১৯৩২-২০০০)

সমাজসচেতনতা, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও আঞ্চলিক জীবন-চিত্রণে একজন বিশিষ্ট গল্পকার হলেন আলাউদ্দীন আল আজাদ। তিনি তাঁর প্রথম দিকের গল্পগুলোতে শ্রেণিসংগ্রামের চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন- যা তাকে গল্পলেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে সহায়তা করেছে। তাঁর গল্পগ্রন্থ : 'জেগে আছি', 'ধানকন্যা', 'মৃগনাভি', 'অন্ধকার সিঁড়ি', 'উজান তরঙ্গে', 'যখন সৈকতে', 'আমার রক্ত আর স্বপ্ন। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্প : 'বৃষ্টি', 'শীষ ফোটার গান', 'কয়লা কুড়ানীর দল' ইত্যাদি। জমাখরচ' গল্পটি সিলেটের চা-বাগানের কুলি-কামিনদের জীবনকাহিনি নিয়ে রচিত। যখন সৈকত' গল্পে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সন্দেহ ও সেই সন্দেহের থেকে জিঘাংসার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। বাঘিনী' গল্পে বনের হিংস্র পশুর প্রতি মানুষের হৃদয়তার কাহিনি ফুটে উঠেছে। বৃষ্টি' গল্পটির চলচ্চিত্র রূপায়ণ হয়েছে; পরিচালক মোরশেদুল ইসলাম।

হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩)

হাসান হাফিজুর রহমান মাত্র পনের বছর বয়সে ‘অশ্রু ভেজা পথ চলতে’ নামক প্রথম ছোটগল্প লিখেছিলেন যা মাসিক সওগাত-এ ১৩৫৪ সালে প্রকাশিত হয়। হাসান হাফিজুর রহমানের অনন্য কৃতিত্ব স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র সম্পাদনা। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আর কোন অবদান না থাকলেও পাঠকবৃন্দ তাঁকে কৃতজ্ঞচিত্তে। স্মরণ করত। নির্বাচিত এই দলিলপত্র সম্পাদনার মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধের সার্বিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আধুনিক কবি ও কবিতা বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থ আমাদের কাছে স্মরণীয় ও বরণীয়। তিনি একজন সফল সাহিত্যিক ও সমালোচক। তিনিই প্রথম ৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের উপর একুশে ফেব্রুয়ারী নামে একটি সংকলন-গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। তাঁর একমাত্র গল্পগ্রন্থ : ‘আরো দুটি মৃত্যু’। ছায়াহীন পক্ষহীন পলকহীন’ গল্পে মরিয়ম নামক কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিক উন্মোচিত হয়েছে। অপমৃত্যু গল্প একজন বৃদ্ধের উদ্ভট জীবনচরণ ও ব্যবহারিক জীবনের অসঙ্গতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭)

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসিল্পী। তিনি নিরীক্ষাপ্রবণ শিল্পী, তবে নিরীক্ষার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেননি। প্রধানত পুরনো ঢাকার প্রেক্ষাপটে গল্প লিখেছেন। তিনি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সময়ের একজন শক্তিমান গল্পকার। মানবসত্তার জটিল স্বরূপকে তাঁর গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলো হল : ‘অন্য ঘরে অন্য স্বপ্ন’, ‘খোয়ারি’, ‘দুখভাতে উৎপাত’ ও ‘দোজখের ওম’, ‘জাল স্বপ্ন ও স্বপ্নের জাল’।

আধুনিক যুগ : সাম্প্রতিক সাহিত্য : বাংলাদেশের নাটক

বিগত BCS প্রশ্নাবলী

- ✗ সৈয়দ শামসুল হকের ‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’ কাব্যনাটকটি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করুন। (৪০তম BCS)
- ✗ ‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’ কেন সফল? (৩৭তম BCS)
- ✗ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি বাংলা নাটকের মূল্যায়ন করুন। (৩৫তম BCS)
- ✗ বাংলাদেশের তিনজন বিশিষ্ট নাট্যকারের নাম লিখুন। (৩৩তম BCS)
- ✗ বিয়োগান্ত নাটক কাকে বলে বিয়োগান্ত নাটকের বৈশিষ্ট্য কি? (৩০তম BCS)
- ✗ পথনাটক কাকে বলে? নাট্যকারের নামসহ দুটি পথনাটকের নাম লিখুন। (৩০তম BCS)
- ✗ অ্যাবসার্ড নাটক কী? বাংলাদেশে যে সব নাট্যকার অ্যাবসার্ড নাটক লিখেছেন তাদের নামোল্লেখ করুন। (২৯তম BCS)
- ✗ ‘কবর’ নাটক কে লিখেছেন? তার আর একটি নাটকের নাম লিখুন। (২৭তম BCS)
- ✗ মুনীর চৌধুরীর দুটি নাটকের নাম লিখুন। (২৫তম BCS)
- ✗ বাংলাদেশের তিনজন নাট্যকার ও তাদের একটি করে নাটকের নাম লিখুন। (২৪তম BCS)
- ✗ মুনীর চৌধুরীর ‘কবর’ নাটকের বিষয় কি? (২৩তম BCS)
- ✗ মুনীর চৌধুরীর ‘রক্তাক্ত প্রান্তর’ নাটকের বিষয় কি? (২১তম BCS)
- ✗ ‘কবর’ নাটকের বিষয় ও চরিত্রগুলোর নাম লিখুন। নাটকটির রচয়িতার নাম কি? (২০তম BCS)
- ✗ নেমেসিস’ কোন শ্রেণীর রচনা? রচয়িতার নাম কি? (১১তম BCS)
- ✗ মুনীর চৌধুরী কি জন্য বিখ্যাত? (১১তম BCS)



আলোচ্য বিষয়

বাংলাদেশের নাটক: গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

- ০১) “নেমেসিস” নাটকের বিশিষ্টতার কারণ কী?
- ০২) মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক দুইটি নাটকের নাম লিখুন।
- ০৩) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর তিনটি নাটকের নাম লিখুন।
- ০৪) মুনীর চৌধুরী ‘কবর’ ও ‘রক্তাক্ত প্রান্তর’ নাটকের বিষয়বস্তু কী? ’
- ০৫) মুনীর চৌধুরীর দুইটি অনুবাদ নাটকের নাম লিখুন।
- ০৬) বাংলাদেশের তিনজন নাট্যকারের তিনটি নাটকের নাম লিখুন।
- ০৭) অ্যাবসার্ড নাটক কী? একটি অ্যাবসার্ড নাটকের দৃষ্টান্ত দিন।

STUDENT



STUDY

সাম্প্রতিক সাহিত্য : বাংলাদেশের নাটক

নুরুল মোমেন (১৯০৮-১৯৯০)

‘নেমেসিস’ নুরুল মোমেনের একটি বিখ্যাত নাটক। এ নাটকে তিনি নিরীক্ষাপ্রবণ মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। স্বল্প ঘটনাময় পরিবেশে একক চরিত্রের এ নাটকটি বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনের এক মূল্যবান সম্পদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে গড়ে ওঠা সম্পদশালী কোনো এক ব্যক্তির অন্তর্গত দ্বিধা-সংশয়-দ্বন্দ্বের চিত্র এ নাটকে উঠে এসেছে। সমকালীন নানা সমস্যা তাঁর নাটকের উপজীব্য হয়েছে। নাটকের বিষয়, আঙ্গিক ও সংলাপে তিনি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর লেখা অন্যান্য নাটকগুলো হল- রূপান্তর’, ‘যদি এমন হোত’, ‘নয়া খানদান’, ‘আলোছায়া’, ‘এইটুকু এই জীবনটাতে’, ‘যেমন ইচ্ছা তেমন’, ‘শতকরা আশি’ ইত্যাদি।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ একজন সফল ঔপন্যাসিক এবং একজন সফল নাট্যকারও। নিরীক্ষাপ্রবণ একজন ঔপন্যাসিকের ন্যায় একজন নাট্যকার হিসেবেও তিনি বিখ্যাত। তাঁর লেখা নাটকগুলো হল- ‘বহিপীর’ (১৯৬০) ‘তরঙ্গভঙ্গ’ (১৯৬৪) ‘সুড়ঙ্গ’ (১৯৬৪) ‘উজানে মৃত্যু’ (১৯৬৬) ইত্যাদি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাটকে গভীর জীবনবোধের পরিচয় মেলে। ব্যক্তিজীবন এবং সামাজিক সমস্যার প্রেক্ষাপটে ধর্ম ও সমাজ তাঁর নাটকে উঠে এসেছে।

মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১)

মুনীর চৌধুরী একজন আধুনিক নাট্যকার। শিক্ষা ও পেশাগত জীবনে বামপন্থী রাজনীতি ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন ১৯৭১ সালের শহীদ বুদ্ধিজীবী। নানা নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি তাঁর নাটকীয় কলাকৌশল সৃষ্টি করেছেন। বাংলাদেশের নাটকের ও নাটক মঞ্চায়নের আধুনিকতা প্রতিষ্ঠিত করতে মুনীর চৌধুরীর কর্মকাণ্ড চিরস্মরণীয়। তিনি শেক্সপিয়ার, বার্নার্ড শ প্রমুখ বিশ্বখ্যাত নাট্যকারের নাটক নিয়ে এলেন বাংলা নাট্যজগতে। মুনীর চৌধুরীর লেখা মৌলিক নাটকগুলো হল- ‘কবর’, ‘রক্তাক্ত প্রান্তর’, ‘চিঠি’, ‘পলাশীর ব্যারাক’, ‘দণ্ডকারণ্য’, ‘নষ্ট ছেলে’, ‘মানুষ’, ‘দণ্ড’, ‘দণ্ডধারা’। মুনীর চৌধুরীর অনূদিত নাটকগুলো হল : ‘মুখরা রমণী বশীকরণ’, ‘রূপার কৌটা’, ‘কেউ কিছু বলতে পারে না’, ‘ওথেলো (অসমাপ্ত) প্রভৃতি।

আবদুল্লাহ-আল মামুন (১৯৪৩-২০০৮)

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নাটক রচনায় আবদুল্লাহ-আল-মামুন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। তার কয়েকটি নাটকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। আবদুল্লাহ-আল-মামুনের লেখা উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হল- ‘সুবচন নির্বাসনে’, ‘এখন দুঃসময়’, ‘সেনাপতি’, ‘অরক্ষিত মতিঝিল’, ‘চারদিকে যুদ্ধ’, ‘তোমারই’, ‘এখনও ক্রীতদাস’, ‘কোকিলারা’, ‘একবার ধরা দাও’, ‘ক্রসরোড’, ‘ক্রসফায়ার’, ‘আয়নায় বন্ধুর মুখ’, ‘আমাদের সন্তানেরা’, ‘কালো নেকাব ইত্যাদি। এখনও ক্রীতদাস’ নাটকে ঢাকা শহরের গলাচিপা বস্তির যুদ্ধাহত পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা বাক্সা মিয়ার পরিবারের কাহিনির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের নিম্নবর্ণের মানুষের অসহায় জীবনযাপনের ইতিবৃত্ত। ‘কোকিলারা’ নাটকে কোকিলা তিন সন্তায় পূর্ণ এক নারীশক্তি যে কিনা পুরুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছে তীব্র ক্ষোভ।

মমতাজউদ্দিন আহমেদ (জ. ১৯৩৬)

মমতাজউদ্দিন আহমেদ একজন স্বনামধন্য নাট্যকার ও নাট্যব্যক্তিত্ব। তিনি মৌলিক নাটক রচনার পাশাপাশি রূপান্তরিত নাটক ও নাটকের নবরূপায়ণও ঘটিয়েছেন। তাঁর লেখা নাটকগুলো হল- ‘স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা’, ‘বিবাহ’, ‘কি চাহ শঙ্খচিল’, ‘এই সেই কণ্ঠস্বর’,

‘প্রেম বিবাহ সূটকেস’, ‘রাজা অনুরের পালা’, ‘ক্ষত বিক্ষত’, ‘সাত ঘাটের কানাকড়ি’, ‘ফলাফল নিম্মচাপ’, ‘আমাদের শহর’, ‘বকুলপুরের স্বাধীনতা’, ‘পুত্র আমার পুত্র’, ‘হরিণ চিতা চিল’, ‘রাক্ষুসী’।

‘কি চাহ শঙ্খচিল’ নাটকে নাট্যকার নারীধর্ষণ, যুদ্ধকারে নারীদের অপরিমেয় যন্ত্রণা ও বেদনার ইতিহাস শৈল্পিক ব্যঞ্জনা উপস্থাপন করেছেন; তুলে ধরেছেন সর্বহারা নারীদের বুকফাটা আত্ননাদ।

‘সাত ঘাটের কানাকড়ি’ নাটকে রয়েছে স্বৈরাচার-শাসিত অসহনীয় এক কুৎসিত সময়ের কিছু নষ্ট চরিত্রের সঙ্গে সহজ-সরল নির্ভীক মানুষের সংগ্রাম আর আত্মত্যাগের ইতিকথা। এটি বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনের এক মূল্যবান সম্পদ।

‘আমাদের শহর’ নাটকটি আমেরিকার নাট্যকার “Thornton Wilder”-এর ‘Our Town’ নাটকের অনুবাদ। নাটকটি তিন অঙ্কবিশিষ্ট।

‘রাক্ষুসী’ নাটকটি কাজী নজরুল ইসলামের ‘রাক্ষুসী’ গল্পের নাট্যরূপ।

‘পুত্র আমার পুত্র’ নাটকটি ‘শাহনামার’ কাহিনি অবলম্বনে রচিত।

সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬)

সৈয়দ শামসুল হক বাংলাদেশের সাহিত্যে একজন প্রতিভাবান লেখক। সব্যসাচী লেখক হিসেবে তিনি তাঁর প্রতিভার প্রমাণ রেখেছেন। বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে তাঁর হাতে সমৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর লেখা নাটকগুলো হল- ‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’ (১৯৮৮), ‘গণনায়ক’ (১৯৭৬), ‘নূরুলদীনের সারা জীবন’ (১৯৮২) এখানে এখন (১৯৮৮)।

‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’: সৈয়দ শামসুল হকের লেখা একটি বিখ্যাত নাটক। মহান মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা এ নাটকটি দর্শকদের মনে বিপুলভাবে নাড়া দিয়েছে। এ নাটকটি কাব্যনাট্যের আঙ্গিকে উপস্থাপিত। নাটকটির ভাষা ব্যবহারে রয়েছে নতুনত্ব। নাট্যকার এ নাটকে উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক শব্দের সুনিপুণ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তাঁর নাট্যভাষা নাটকের বিষয়বস্তুকে আরও বেশি জীবন্ত করে তুলেছে। নাটকের পটভূমিতে দেখা যায়- মুক্তিযুদ্ধের শেষলগ্নে যখন চারদিকে বিজয়ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে, তখন গ্রামের মাতবরের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। যিনি যুদ্ধের সময় পাকিস্তানিদের দালাল ছিলেন। এমন কি নিজের মেয়েকে পাকিস্তানি। সেনাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। পরিশেষে তার মেয়ে তার সামনেই আত্মহত্যা করে।

‘নূরুলদীনের সারাজীবন’ তাঁর লেখা অপর একটি জনপ্রিয় নাটক। ১৭৮৩ সালের রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের সামন্তবাদ বিরোধী কৃষকনেতা নূরুলদীনের সংগ্রাম; ১৯৭১ সালের মুক্তি সংগ্রামে নূরুলদীনের ব্রিটিশ-বিরোধিতার সাথে নাট্যকার মিলিয়ে দিয়েছেন।

সেলিম আল-দীন (১৯৪৮-২০০৮)

সেলিম আল-দীন বাংলা নাট্য-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাঁর মূল নাম মঈনউদ্দিন আহমেদ। সেলিম আল-দীন এ দেশীয় নাটকের মূলধারাকে সমৃদ্ধ ও আধুনিক আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর নাটকের গঠনশৈলী স্বতন্ত্র ও বৈচিত্র্যময়। তিনি মূল নাট্যধারার সাথে সম্পর্কিত থেকে নাটকের বিভিন্ন দিক উন্মোচনে কাজ করেছেন। তার একাধিক নাটকে চিত্রিত হয়েছে শোষিত-বঞ্চিত মানুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের চিত্র। তাঁর লেখা বিখ্যাত নাটকগুলো হল- ‘সর্প বিষয়ক গল্প ও অন্যান্য’ (১৯৭৩), ‘জডিস ও বিবিধ বেলুন’, (১৯৮১), ‘বাসন’ (১৯৮২), ‘কেরামতমঙ্গল’ (১৯৮৩), ‘কীর্তনখেলা’ (১৯৮৫), ‘চাকা’ (১৯৯০), ‘যৈবতী কইন্যার মন’ (১৯৯২), ‘বনপাংশুল’, (১৯৯১), ‘হরগজ’, (১৯৯২), ‘একটি মারমা রূপকথা’, (১৯৯৫), ‘হাতহুদাই’ (১৯৯৭), ‘নিমজ্জন’, ‘ধাবমান’ ইত্যাদি।

সেলিম আল-দীন তাঁর নাটকগুলোতে বাংলার লোকজ উপাদানকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের নাট্যক্ষেত্রের পুরনো রীতিকে ভেঙে দিয়েছেন। সেলিম আল-দীন তাঁর নাটকে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাকে এক করে দিয়েছেন। ফলে তাঁর নাটকে কবিতা, গল্প উপন্যাস ইত্যাদির সমন্বয় দেখা যায়। তিনি তার সৃষ্টিকে ‘কথানাট্য’ নাম দিয়েছেন।

মামুনুর রশীদ (জ. ১৯৪৮)

মামুনুর রশীদ একজন কালসচেতন নাট্যকার। নাটক রচনার পাশাপাশি তিনি অভিনয়ের সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন। তাঁর নাটকগুলো সমকালে ক্ষেত্রের নতুন আঙ্গিকের ধারণা দিয়েছে। তাঁর নাট্যভাষা বিষয়ানুযায়ী হওয়ায় দর্শকনন্দিত হয়েছে। মামুনুর রশীদের লেখা নাটকগুলো হল- ‘ওরা কদম আলী’, ‘ওরা আছে বলেই, ইবলিশ’, এখানে নোঙর’, ‘খোলা দুয়ার’, ‘অববাহিকা’, ‘গিনিপিগ’, ‘নীলা’, ‘সমতট’, ‘লেবেদফ’ ইত্যাদি।